রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, মার্চ ১৩, ২০২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১১ মাঘ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২৫ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ।

এস.আর.ও. নং ১৮-আইন/২০২৩।—সামুদ্রিক মৎস্য (Marine Fisheries) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ১৯ নং আইন) এর ধারা ৬২-তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

১। **শিরোনাম।**—এই বিধিমালা সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা, ২০২৩ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা ।**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

(ক) **"অবৈধ, অনুল্লিখিত ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণ** (illegal, unreported and unregulated fishing)" অর্থ কোনো মৎস্য নৌযান কর্তৃক বিধি ৬ এর উপ-বিধি (১), (২) ও (৩) এ উল্লিখিত কোনো কার্যক্রম;

(খ) **"অবৈধ, অনুল্লিখিত ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য নৌযান (**illegal, unreported and unregulated vessel)" অর্থ সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষিত অবৈধ, অনুল্লিখিত ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণের সহিত সংশ্লিষ্ট কোনো মৎস্য নৌযান অথবা জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার কোনো Regional Fisheries Management Organization এর তালিকাভুক্ত বা অন্য কোনো দেশ বা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সংস্থা কর্তৃক ঘোষিত ও তালিকাভুক্ত অবৈধ, অনুল্লিখিত ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য নৌযান;

(গ) **"আইন"** অর্থ সামুদ্রিক মৎস্য (Marine Fisheries) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ১৯ নং আইন);

(ঘ) **"আগমনী বার্তা"** অর্থ সমুদ্র যাত্রার অনুমতিপত্রে বর্ণিত সময়ের মধ্যে এই বিধিমালা অনুযায়ী স্কিপার বা নৌযান চালক কর্তৃক মৎস্য আহরণ করিয়া বা যে কোনো কারণে মৎস্য আহরণ না করিয়া সংশ্লিষ্ট মৎস্য নৌযানের সমুদ্র হইতে প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে নির্দিষ্টকৃত পদ্ধতিতে পরিচালক বরাবর প্রেরিত বার্তা;

(ঙ) **"আবেদনকারী"** অর্থ, ক্ষেত্রমত, লাইসেন্স, লাইসেন্স নবায়ন, অনুমতিপত্র বা প্রশাসনিক আপিলের জন্য অথবা এই বিধিমালার অধীন কোনো বিষয়ে প্রতিকার লাভের জন্য আবেদনকারী;

(চ) **"আহরিত মৎস্য"** অর্থ মৎস্য নৌযানে সংরক্ষিত ও স্থিত সকল মৎস্য, এবং জাল বা বড়শিতে আটকাইয়া থাকা মৎস্যও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ছ) **"গবেষণা মৎস্য নৌযান"** অর্থ গবেষণা মৎস্য নৌযান হিসাবে রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত কোনো মৎস্য নৌযান, স্থানীয় বা বিদেশি যাহাই হউক, যাহা সমুদ্রে মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন, অনুসন্ধান বা জরিপের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করিয়া থাকে;

(জ) **"জাতীয় মৎস্য নৌযান রেজিস্টার"** অর্থ বিধি ৫ এর উপ-বিধি (১) উল্লিখিত রেজিস্টার;

(ঝ) **"ট্রলিং** (trawling)**"** অর্থ বাণিজ্যিক মৎস্য নৌযান দ্বারা ব্যবহৃত মৎস্য আহরণের পদ্ধতি, যাহাতে এক বা একাধিক ট্রল জাল আনুভূমিকভাবে টানিয়া মৎস্য আহরণ করা হয়;

(ঞ) **"নির্দিষ্টকৃত"** অর্থ মহাপরিচালক কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত;

(ট) **"নির্ধারিত ফি"** অর্থ এই বিধিমালার বিধি ৩০ এর অধীন নির্ধারিত কোনো ফি;

(ঠ) **"ফরম"** অর্থ এই বিধিমালার তফসিলে উল্লিখিত কোনো ফরম;

(ড) **"বাইক্যাচ** (by-catch)**" বা "অনাকাঙ্খিত আহরিত মৎস্য"** অর্থ বিদ্যমান আইন, বিধি বা আদেশ দ্বারা আহরণের জন্য নিষিদ্ধ করা হইয়াছে এইরূপ যে কোনো মৎস্য বা উহার কোনো প্রজাতি অথবা নির্দিষ্ট আকারের কোনো মৎস্য, যাহা আহরণকালে জালের সহিত উঠিয়া আসে বা বড়শিতে গাঁথিয়া থাকে;

(ঢ) **"মালিক"** অর্থ এমন কোনো ব্যক্তি, যাহার নামে কোনো মৎস্য নৌযানের লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র ইস্যু করা হয় এবং যিনি সংশ্লিষ্ট নৌযানের জন্য আয়কর বা ভ্যাট পরিশোধ করিয়া থাকেন এবং এতদবিষয়ে যাহার বিরুদ্ধে সরকারি পাওনা আদায়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়;

(ণ) **"শ্রম আইন"** অর্থ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন);

(ত) **"সমুদ্র যাত্রার অনুমতিপত্র"** অর্থ বিধি ১৮ এর অধীন প্রদত্ত সমুদ্র যাত্রার অনুমতিপত্র।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে ব্যবহৃত হইবে।

৩। **মৎস্য আহরণে নিষেধাজ্ঞা।**—(১) সরকার, প্রজ্ঞাপন দ্বারা—

(ক) বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য জলসীমায় প্রত্যেক বৎসর ২০ মে হইতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত অথবা তৎকর্তৃক নির্ধারিত যে কোনো সময়ে সকল প্রকার মৎস্য নৌযান দ্বারা যে কোনো প্রজাতির সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ করিতে পারিবে;

(খ) ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণের জন্য প্রত্যেক বৎসর ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে, তৎকর্তৃক নির্ধারিত সময়ে, বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় সকল প্রকার মৎস্য নৌযান দ্বারা ইলিশ আহরণ, পরিবহন, মজুদ, বাজারজাতকরণ, ক্রয়-বিক্রয় ও বিনিময় নিষিদ্ধ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ইলিশ আহরণ বন্ধের পূর্বে মৎস্য নৌযান কর্তৃক আহরিত ইলিশ, আহরণ বন্ধের সময় আরম্ভের পর ২৪ ঘন্টার মধ্যে, অবতরণ ও সংরক্ষণ করা যাইবে এবং পরিচালক, সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, এতদবিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক ও জেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে অবহিত করিবে।

(২) এই বিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অন্য কোনো আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি দ্বারা জাটকা আহরণ নিষিদ্ধ থাকিলে, সে মোতাবেক বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় জাটকা আহরণ নিষিদ্ধ থাকিবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন জারীকৃত প্রজ্ঞাপনে ঘোষিত মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময়ে সমুদ্র যাত্রার অনুমতিপত্র প্রদান করা যাইবে না।

(৪) উপ-বিধি (১) ও (২) এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া মৎস্য আহরণ বা, ক্ষেত্রমত, পরিবহন, মজুদ, বাজারজাতকরণ, ক্রয়, বিক্রয় বা বিনিময় করা হইলে, পরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত মৎস্য আটক করিয়া প্রজাতিভিত্তিক পরিমাণ উল্লেখ করিয়া তালিকা করিবেন এবং সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করিয়া, খাদ্য উপযোগী হইলে, সরকারি বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত এতিমখানায় বা দুঃস্থদের মধ্যে বিতরণ করিবেন এবং খাদ্য হিসাবে গ্রহণের অযোগ্য হইলে, মাটিতে গর্ত করিয়া পুতিয়া ধ্বংস করিবেন এবং উক্ত বিষয়ে মহাপরিচালক ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(৫) এই বিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে পরিচালকের নিকট হইতে অনুমতিপ্রাপ্ত গবেষণা মৎস্য নৌযান কর্তৃক গবেষণা বা উপাত্ত সংগ্রহের জন্য জরিপ পরিচালনার ক্ষেত্রে উপ-বিধি (১) ও (২) এর বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

(৬) উপ-বিধি (৪) এর অধীন গৃহীত পদক্ষেপ স্বত্বেও সংশ্লিষ্ট মৎস্য নৌযানের স্কিপার আইনের ধারা ৩ এর উপ-ধারা (৩) হইতে অব্যাহতি লাভ করিবেনা।

ব্যাখ্যা।- এই বিধিতে উল্লিখিত **"জাটকা"** অর্থ অনধিক ২৫ (পঁচিশ) সেন্টিমিটার বা, সময় সময়, সরকার কর্তৃক জাটকা হিসাবে ঘোষিত যে কোনো আকারের ইলিশ মাছ।

৪। **কতিপয় বাণিজ্যিক ট্রলার নিষিদ্ধকরণ, ইত্যাদি।**—(১) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পর যে তারিখে ৫ (পাঁচ) বৎসর অতিক্রান্ত হইবে সেই তারিখের মধ্যে লাইসেন্সপ্রাপ্ত বটম ট্রলিং (bottom trawling) বাণিজ্যিক মৎস্য নৌযানের মালিক সংশ্লিষ্ট মৎস্য নৌযানকে মিড ওয়াটার ট্রলিং

(mid water trawling) বাণিজ্যিক মৎস্য ট্রলারে রূপান্তর করিয়া আইন ও এই বিধিমালার আলোকে পরিচালক বরাবরে পূর্বের লাইসেন্স সমর্পণ করিয়া মিড ওয়াটার ট্রলিং বাণিজ্যিক মৎস্য নৌযানের মালিক হিসাবে একই নামে লাইসেন্স গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উক্ত উপ-বিধিতে উল্লিখিত সময়ের পরে,—

(ক) কোনো আইন বা Marine Fisheries Ordinance, 1983 (Ordinance No. XXXV of 1983) এর অধীন কোনো মৎস্য নৌযান বটম ট্রলিং বাণিজ্যিক ট্রলার হিসাবে লাইসেন্সপ্রাপ্ত হইয়া থাকিলেও, মেয়াদ থাকা স্বত্বেও, উক্ত লাইসেন্স আর কার্যকর থাকিবে না এবং উক্ত তারিখের পরে এইরূপ বটম ট্রলিং বাণিজ্যিক ট্রলারসমূহের অনুকূলে প্রদত্ত লাইসেন্স নবায়ন করা যাইবে না বা কোনো সমুদ্র যাত্রার অনুমতিপত্র প্রদান করা যাইবে না;

(খ) কাঠ-বডির নূতন বাণিজ্যিক ট্রলার নির্মাণ বা আমদানির জন্য নির্দিষ্টকৃত নমুনা (Specification) অনুমোদন করা যাইবে না এবং নূতন করিয়া কোনো ব্যক্তি ক্রয় করিয়া উহার মালিকানা অর্জন করিলেও উহার অনুকূলে লাইসেন্স প্রদান করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, কাঠ-বডির বাণিজ্যিক মৎস্য নৌযান এর মালিক, যাহার বৈধ লাইসেন্স আছে, এই বিধিমালা অনুসারে কাঠ-বডির বাণিজ্যিক মৎস্য নৌযানের বৈধ লাইসেন্স সমর্পণ করিয়া, আইন ও এই বিধিমালার আলোকে, কাঠ বডির নহে এইরূপ বাণিজ্যিক মৎস্য নৌযানের বিপরীতে একই মালিকের নামে লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য আবেদন করিতে পারিবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, বাতিল বলিয়া গণ্য হইবার পর ৩ (তিন) বৎসরের মধ্যে আবেদন করা না হইলে কোনো আবেদন গ্রহণযোগ্য হইবেন না।

(৩) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই বিধিমালা কার্যকর হইবার তারিখ হইতে ১০ (দশ) বৎসর পর্যন্ত চিংড়ি পোনা বা ব্রুড আহরণের জন্য চিংড়ি বাণিজ্যিক ট্রলার বটম ট্রলিং করিতে পারিবে এবং পরিচালক, যে তারিখে ১০ (দশ) বৎসর অতিক্রান্ত হইবে সেই তারিখের পরের দিন, স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া, বটম ট্রলিং করে এইরূপ সকল চিংড়ি বাণিজ্যিক ট্রলারের লাইসেন্স বাতিল করিয়া সাধারণ বিজ্ঞপ্তি জারী করিবেন:

তবে, শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট মালিক চিংড়ি বাণিজ্যিক ট্রলারকে মিড ওয়াটার ট্রলিং-এ রূপান্তর করিয়া, আইন ও এই বিধিমালার বিধান সাপেক্ষে, বাণিজ্যিক মৎস্য নৌযানের মালিক হিসাবে একই নামে লাইসেন্স গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৪) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা পরবর্তী নির্দেশ প্রদান না করা পর্যন্ত, সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের স্থায়ীত্বশীল আহরণ পর্যায় বজায় রাখিবার নিমিত্ত নূতন কোনো বাণিজ্যিক মৎস্য নৌযান আমদানি বা নির্মাণের অনুমতি বা লাইসেন্স প্রদান করিবে না ।

(৫) সমুদ্রে মৎস্য সম্পদ মজুদ জরিপের ওপর ভিত্তি করিয়া সরকার, সময় সময়, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, মৎস্য নৌযানের সংখ্যা নির্ধারণ বা পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

৫। **মৎস্য নৌযানসমূহের জাতীয় রেজিস্টার ব্যবস্থাপনা।**—(১) যে সকল মৎস্য নৌযানের অনুকূলে লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র প্রদান করা হইবে, পরিচালক, নির্দিষ্টকৃত ছকে, উক্তরূপ সকল মৎস্য নৌযানের একটি জাতীয় মৎস্য নৌযান রেজিস্টার প্রস্তুত করিবেন এবং নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করিবেন।

(২) পরিচালক, মহাপরিচালকের মাধ্যমে, প্রতি বৎসর ডিসেম্বর মাসের ৩১ তারিখ পর্যন্ত হালনাগাদকৃত জাতীয় মৎস্য নৌযান রেজিস্টারের উপর ভিত্তি করিয়া মৎস্য নৌযান সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন পরের বৎসরের জানুয়ারি মাসের ৩১ তারিখের মধ্যে সরকারের নিকট দাখিল করিবেন।

(৩) সরকার, বিধি ৪ এর উপ-বিধি (৫) এর অধীন, বাণিজ্যিক ট্রলার এবং যান্ত্রিক ও আর্টিসানাল নৌযানের প্রতিটির মোট সংখ্যা নির্ধারণ করিলে, উহার অতিরিক্ত কোনো বাণিজ্যিক ট্রলার বা যান্ত্রিক এবং আর্টিসানাল নৌযানের অনুকূলে লাইসেন্স বা, ক্ষেত্রমত, অনুমতিপত্র প্রদান করা যাইবে না।

(৪) উপ-বিধি (১) এর বিধান অনুসারে জাতীয় মৎস্য নৌযান রেজিস্টার প্রস্তুত হইবার পর হালনাগাদকৃত রেজিস্টারভুক্ত কোনো মৎস্য নৌযান ডুবিয়া গেলে এবং উহা উদ্ধার করা সম্ভব না হইলে, অথবা দুর্ঘটনাজনিত কারণে উহা মৎস্য আহরণের উপযোগী না থাকিলে, সংশ্লিষ্ট মৎস্য নৌযানের মালিক নৌযানটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করিলে বা অন্য কোনো কারণে উহার দ্বারা তিনি মৎস্য আহরণে আগ্রহী না হইলে, নৌযানটির উক্তরূপ অবস্থা সম্পর্কে, লাইসেন্স দাখিলপূর্বক, পরিচালক বরাবর লিখিতভাবে আবেদন করিলে, অথবা আবেদন না করিলেও, পরিচালক স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া তদন্তক্রমে, উক্ত ব্যক্তির নামে সংশ্লিষ্ট মৎস্য নৌযানের অনুকূলে প্রদত্ত লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র বাতিল ঘোষণা করিয়া সাধারণ বিজ্ঞপ্তি জারি করিবেন।

(৫) উপ-বিধি (৪) এর অধীন কোনো মালিকের আবেদনের প্রেক্ষিতে ডুবিয়া যাওয়া মৎস্য নৌযান অথবা দুর্ঘটনায় ব্যবহার অনুপযুক্ত মৎস্য নৌযানের বিপরীতে একই ধরনের অথবা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নির্দিষ্টকৃত নমুনার মৎস্য নৌযান স্থানীয়ভাবে তৈরী বা আমদানি করা হইলে, আইন এবং এই বিধিমালা অনুসারে উক্ত মালিকের নামে, পূর্বের লাইসেন্স সমর্পণ ও পরিচালক কর্তৃক বাতিল করা সাপেক্ষে, নূতন লাইসেন্স প্রদান করা যাইবে।

(৬) উপ-বিধি (৪) বা (৫) এর অধীন কোনো লাইসেন্স বাতিল করা হইলে পরিচালক জাতীয় মৎস্য নৌযান রেজিস্টারের এতৎসংশ্লিষ্ট কলামে লাল কালিতে “বাতিল” শব্দ লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন এবং, নূতন লাইসেন্স প্রদান করা হইলে, সংশ্লিষ্ট তথ্য হালনাগাদ করিবেন।

(৭) মহাপরিচালক ডিজিটাল পদ্ধতিতে জাতীয় মৎস্য নৌযান রেজিস্টার সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করিবেন এবং সকল মৎস্য নৌযানের লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র নির্দিষ্টকৃত ফরমে অধিদপ্তরের ওয়েবপেজে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিবেন।

(৮) গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের জন্য অনুপযুক্ত দাবি করিয়া এই বিধির অধীন কোনো মালিকের আবেদনের প্রেক্ষিতে কোনো মৎস্য নৌযানের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হইলে, বাণিজ্যিক ট্রলারের ক্ষেত্রে উহার মালিক সংশ্লিষ্ট নৌযান প্রতিস্থাপনে আগ্রহী হইলে, অথবা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নির্দিষ্টকৃত নমুনা অনুসারে নূতন বাণিজ্যিক ট্রলার আমদানি বা নির্মাণ করা হইলে, শুধু গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের জন্য একই মালিকের নামে এবং সংশ্লিষ্ট আমদানিকৃত বা নির্মাণকৃত বাণিজ্যিক ট্রলারের বিপরীতে নিম্নবর্ণিত শর্তে লাইসেন্স প্রদান করা যাইবে, যথা:—

(ক) আবেদনকারীকে প্রতিস্থাপনাধীন বাণিজ্যিক ট্রলারের মালিক হইতে হইবে এবং তাহার, আইন ও এই বিধিমালার অধীন, হালনাগাদকৃত লাইসেন্স থাকিতে হইবে;

(খ) বাণিজ্যিক ট্রলারটি মৎস্য আহরণের অনুপযুক্ত হওয়ায় উহা ভাঙ্গা হইয়াছে মর্মে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নপত্র দাখিল করিতে হইবে;

(গ) যে বাণিজ্যিক ট্রলারের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হইয়াছে তাহার মূল সনদ দাখিল করিতে হইবে।

৬। **অবৈধ, অনুল্লিখিত ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণ নিয়ন্ত্রণ।**—(১) কোনো মৎস্য নৌযানের নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম অবৈধ মৎস্য আহরণ (Illegal Fishing) হিসাবে গণ্য হইবে, যথা:—

(ক) বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য জলসীমায় সরকারের অনুমোদন ব্যতীত অথবা আইন বা এই বিধিমালার বিধান লঙ্ঘনক্রমে মৎস্য আহরণ করা হইলে;

(খ) বাংলাদেশ বা কোনো দেশ, ক্ষেত্রমত, কোনো আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক বা দ্বিপাক্ষিক কনভেনশন, টিট্রি বা চুক্তি, ইত্যাদির পক্ষভুক্ত হইলে অথবা কোনো আন্তর্জাতিক বা আঞ্চলিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা সংস্থার সদস্য হইলে, বাংলাদেশ বা উক্ত দেশের পতাকাবাহী কোনো মৎস্য নৌযান কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কনভেনশন, টিট্রি বা চুক্তি, ইত্যাদির বিধান অথবা সংশ্লিষ্ট সংস্থার মৎস্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নির্দেশনা প্রতিপালন ব্যতিরেকে মৎস্য আহরণ করা হইলে, যাহা আন্তর্জাতিক আইনের বিধান অনুসারে প্রতিপালন করিতে বাংলাদেশ বা উক্ত দেশ বাধ্য।

(২) কোনো মৎস্য নৌযানের নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম অনুল্লিখিত মৎস্য আহরণ (Unreported Fishing) হিসাবে গণ্য হইবে, যথা:—

(ক) আইন বা এই বিধিমালার বিধান অথবা সরকারের আদেশ বা মহাপরিচালক বা পরিচালক কর্তৃক জারীকৃত কোনো নির্দেশাবলী লঙ্ঘনক্রমে মৎস্য আহরণ কার্যক্রম সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রদান করা না হইলে অথবা ভিত্তিহীন, ভুল বা অসত্য প্রতিবেদন (misreporting) দাখিল করা হইলে;

(খ) সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক বা আঞ্চলিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা সংস্থার নির্ধারিত অঞ্চলে মৎস্য আহরণ কার্যক্রম পরিচালনা করিয়া প্রতিবেদন প্রদান না করা হইলে অথবা উক্ত সংস্থার প্রতিবেদন প্রদানের পদ্ধতি লঙ্ঘনক্রমে ভিত্তিহীন, ভুল বা অসত্য প্রতিবেদন (misreporting) দাখিল করা হইলে।

(৩) কোনো মৎস্য নৌযানের নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণ (Unregulated Fishing) হিসাবে গণ্য হইবে, যথা:—

(ক) কোনো আন্তর্জাতিক বা আঞ্চলিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা সংস্থার সদস্যভুক্ত দেশ না হইয়া অথবা উক্ত সংস্থার মৎস্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি লঙ্ঘন করিয়া অথবা কোনো দেশ বা জাতীয়তার পরিচয় বহন না করিয়া সংশ্লিষ্ট সংস্থার নির্ধারিত অঞ্চলে মৎস্য আহরণ করা হইলে;

(খ) আইন বা এই বিধিমালার মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিধান লঙ্ঘনক্রমে অথবা সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণের জন্য ঘোষিত এলাকায় মৎস্য আহরণ করা হইলে।

(৪) মহাপরিচালক, সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে, অবৈধ, অনুল্লিখিত ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণ প্রতিরোধ, প্রতিহত এবং নির্মূলে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত আন্তর্জাতিক সংস্থার গৃহীত কর্ম-পরিকল্পনার আলোকে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিবে।

(৫) পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের প্রয়োজনে মৎস্য নৌযানে আধুনিক যে কোনো যন্ত্র সংযোজন, সংরক্ষণ ও প্রতিস্থাপন এবং সমুদ্রে অবিরাম ব্যবহারের জন্য মহাপরিচালক আদেশ প্রদান করিলে উক্তরূপ আদেশ প্রতিপালনে মালিক বা স্কিপার বা নৌযান চালক বাধ্য থাকিবেন।

(৬) কোনো মৎস্য নৌযান সমুদ্রে অবৈধ, অনুল্লিখিত ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণমূলক কার্যক্রমের জন্য ধৃত হইলে বা চিহ্নিত হইলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পরিচালককে প্রমাণকসহ লিখিতভাবে অবহিত করিবেন এবং, পরিচালক, প্রয়োজনে, অনুসন্ধান করিয়া অভিযোগের সত্যতা প্রাপ্ত হইলে এবং ন্যায়সংগত বিবেচনা করিলে, সংশ্লিষ্ট নৌযানকে ফরম-১ অনুযায়ী অবৈধ, অনুল্লিখিত ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য নৌযানের তালিকাভুক্ত করিবার আদেশ প্রদান করিয়া নোটিফিকেশন জারি করিবেন।

(৭) পরিচালক, উপ-বিধি (৬) এর অধীন তালিকাভুক্ত অবৈধ, অনুল্লিখিত ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য নৌযানের তথ্য অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৮) কোনো মৎস্য নৌযান অবৈধ, অনুল্লিখিত ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য নৌযান হিসাবে তালিকাভুক্ত হইবার ক্ষেত্রে, এতৎসংশ্লিষ্ট কোনো মামলায়, উপযুক্ত আদালত কর্তৃক সংশ্লিষ্ট নৌযান মালিকের পক্ষে রায় হইলে, উক্ত তালিকাভুক্তি বাতিল করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট মালিক সরকার বরাবরে আবেদন করিতে পারিবেন।

৯) মৎস্য নৌযানের অননুমোদিত পরিবর্তন বা উহাতে মৎস্য আহরণের কোনো অননুমোদিত সরঞ্জামাদি সংযোজনের ফলে অতি আহরণ অথবা বিদ্যমান কোনো আইন বা বিধি অনুসারে অনাকাঙ্খিত আহরিত মৎস্যের আহরণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে, বা বৃদ্ধি না পাইলেও, উক্ত পরিবর্তন সংশোধন করিয়া নির্দিষ্টকৃত দলিলাদিসহ অবৈধ, অনুল্লিখিত ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য নৌযানের তালিকাভুক্তি বাতিল করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট মৎস্য নৌযানের মালিক সরকার বরাবরে আবেদন করিতে পারিবেন।

(১০) সরকার, উপ-বিধি (৮) ও (৯) এর অধীন কোনো আবেদন প্রাপ্ত হইলে, প্রয়োজনে তদন্ত করিয়া, সংশ্লিষ্ট আবেদন নিষ্পত্তি করিবে এবং পরিচালককে সংশ্লিষ্ট মৎস্য নৌযানের তালিকাভুক্তি বাতিল করিবার জন্য প্রজ্ঞাপন জারি এবং লাইসেন্স বহাল করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(১১) অন্য কোনো দেশ কিংবা স্বীকৃত কোনো আন্তর্জাতিক বা আঞ্চলিক সংস্থা কর্তৃক কোনো মৎস্য নৌযান উক্ত দেশ বা সংস্থার বিধি-বিধান অনুসারে অবৈধ, অনুল্লিখিত ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য নৌযান হিসাবে তালিকাভুক্ত হইলে এবং, ক্ষেত্রমত, উক্ত দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা আন্তর্জাতিক বা আঞ্চলিক সংস্থা কর্তৃক উক্ত মৎস্য নৌযানে উক্ত তালিকা বহির্ভূত মর্মে নোটিফিকেশন জারি করা হইলে, উক্তরূপ নোটিশসহ সরকার বরাবর আবেদন করা হইলে, সরকার, প্রয়োজনে তদন্ত করিয়া, আবেদন নিষ্পত্তি করিবে এবং পরিচালককে আইন ও এই বিধিমালা অনুযায়ী উক্ত তালিকা বহির্ভূত করিবার প্রজ্ঞাপন জারিসহ লাইসেন্স বহাল করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(১২) উপ-বিধি (১০) ও (১১) এর অধীন সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই বিধিতে উল্লিখিত "**অতি আহরণ**" অর্থ সামুদ্রিক মৎস্যের এক বা একাধিক প্রজাতির নির্দিষ্টকৃত আহরণের পরিমানের অতিরিক্ত যে কোনো পরিমাণ, যাহা কোনো মৎস্য নৌযান কর্তৃক আহরিত সমগ্র মৎস্যের পরিমানকেও বুঝাইবে।

৭। **অবৈধ, অনুল্লিখিত ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণমুক্ত সনদ।**—(১) আমদানি এবং রপ্তানির জন্য আহরিত সামুদ্রিক মৎস্য বা উহা হইতে প্রক্রিয়াজাতকৃত মৎস্যজাত পণ্যের জন্য অবৈধ, অনুল্লিখিত ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণমুক্ত সনদ গ্রহণ করিতে হইবে এবং মহাপরিচালক, এই বিধিমালা সরকারি গেজেটে প্রকাশের ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এতদবিষয়ে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় নির্দেশমালা জারি করিবেন।

(২) রপ্তানির ক্ষেত্রে, আমদানিকারী দেশের চাহিদা অনুসারে উপ-বিধি (১) এর অধীন জারিকৃত নির্দেশমালার কোনো নির্দেশ বা উহাতে উল্লিখিত ফরমসমূহ সংশোধন এবং নূতন নির্দেশ বা ফরম সংযোজন করা যাইবে।

(৩) মহাপরিচালক, অবৈধ, অনুল্লিখিত ও অনিয়ন্ত্রিত আহরণমুক্ত সনদ প্রদানের ক্ষেত্রে ডিজিটাল পদ্ধতি প্রবর্তন করিবেন এবং প্রদত্ত সনদ ডিজিটাল পদ্ধতিতে যাচাইযোগ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ডিজিটাল পদ্ধতি চালু না হওয়া পর্যন্ত হার্ডকপিভিত্তিক পদ্ধতি চলমান থাকিবে।

(৪) অবৈধ, অনুল্লিখিত ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণমুক্ত সনদ প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত তথ্য বিবেচনাযোগ্য হইবে, যথা:—

(ক) আমদানিকারী ও রপ্তানিকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, টেলিফোন ও ই-মেইল;

(খ) যে মৎস্য নৌযান দ্বারা মৎস্য আহরণ করা হইয়াছে উহার নাম, মালিকের নাম, নিবন্ধিত বন্দরের নাম, পতাকা দেশ (flag state), রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও মেয়াদকাল, সংযোজিত মৎস্য আহরণ সরঞ্জামাদি ও নৌযানের স্কিপারের নাম এবং সহযোগী মৎস্য নৌযানের, যদি থাকে, অনুরূপ তথ্য;

(গ) আহরিত মৎস্য সংক্রান্ত তথ্য- যথা:—মৎস্য আহরণের লাইসেন্স ও উহার মেয়াদ, মৎস্য আহরণের জন্য যাত্রার তারিখ, প্রতি যাত্রায় মৎস্য আহরণকাল, আহরিত মৎস্যের পরিমান, ধৃত মৎস্যের প্রজাতির নাম, অবতরণ বন্দর পর্যন্ত সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি, অগ্রিম আগমনী বার্তা, অবতরণ বন্দরের নাম ও অবতরণের তারিখ, প্রতি যাত্রায় মোট আহরিত মৎস্যের পরিমান, প্রতিবারে অবতরণকৃত মোট মৎস্যের পরিমান, অনাকাঙ্খিত আহরিত মৎস্যের বিবরণী, মৎস্য আহরণের এলাকা এবং আহরিত মৎস্য বিষয়ে স্কিপারের বিবরণী;

(ঘ) মৎস্য ও মৎস্য পণ্য আমদানি ও রপ্তানিতে ব্যবহৃত বিমান, সড়ক পরিবহণ বা নৌযানের আগমনী বন্দর এবং প্রত্যাবর্তনকারী বন্দরের নাম এবং বন্দর ত্যাগের তারিখ ও আগমনের সম্ভাব্য তারিখ;

(ঙ) রপ্তানিকারী দেশের অবৈধ, অনুল্লিখিত ও অনিয়ন্ত্রিত আহরণমুক্ত সনদ জারীকারী কর্তৃপক্ষের নাম, ঠিকানা, টেলিফোন ও ইমেইল।

(৫) মহাপরিচালক, এই বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উপ-বিধি (৪) এ সংশ্লিষ্ট যে কোনো বিষয় অন্তর্ভুক্ত বা অবলোপন করিতে পারিবেন ।

(৬) এই বিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-বিধি (১) এর অধীন নির্দেশমালা জারির পূর্ব পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিদ্যমান পদ্ধতি চলমান থাকিবে।

৮। **লাইসেন্সের জন্য আবেদন, ইত্যাদি।**—(১) বাণিজ্যিক ট্রলার বা যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের মালিককে মৎস্য আহরণের লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য নৌযানের ধরন ভেদে তফসিলে উল্লিখিত নিম্নবর্ণিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে, যথা:—

স্থানীয়/বিদেশি	নৌযানের ধরন	ফরম
স্থানীয়	বাণিজ্যিক ট্রলার	ফরম-২
	যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান	ফরম-৩
বিদেশি	বাণিজ্যিক ট্রলার	ফরম-৪

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন দাখিলকৃত আবেদনপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট ফরমে বর্ণিত দলিলাদি সংযুক্ত করিতে হইবে, অন্যথায় উক্ত আবেদন অসম্পূর্ণ বলিয়া গণ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত আবেদন নির্দিষ্টকৃত ওয়েবলিংকের মাধ্যমে নির্দিষ্টকৃত ই-ফরমে, সংশ্লিষ্ট ফরমে বর্ণিত দলিলাদির স্ক্যানকৃত কপি সংযুক্ত করিয়া দাখিল করা যাইবে।

(৩) পরিচালক, এই বিধির অধীন দাখিলকৃত আবেদন প্রাপ্তির পর, প্রয়োজনে, সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক ট্রলার বা যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের অবস্থা ও মৎস্য আহরণে ব্যবহৃত হইবে এইরূপ সরঞ্জামাদি ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে এবং মৎস্য নৌযানের রেজিস্ট্রেশন এবং দলিলাদি যাচাইয়ের জন্য স্বয়ং বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান বা সরেজমিনে পরিদর্শন করিবেন।

(৪) সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন হইলে, আবেদনপত্র প্রাপ্তির ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে, আবেদন ও উহার সহিত সংযোজিত দলিলাদির, কোনো ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত কপি, নৌযান ও উহাতে সংযুক্ত মৎস্য আহরণের সরঞ্জামাদি বিষয়ে একটি সার-সংক্ষেপ মহাপরিচালকের মাধ্যমে সরকার বরাবরে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৫) সরকার, উপ-বিধি (৪) এর অধীন, সার-সংক্ষেপ প্রাপ্তির ১৫(পনেরো) দিনের মধ্যে উহার সিদ্ধান্ত, মহাপরিচালককে অবহিত রাখিয়া সরাসরি পরিচালক বরাবর প্রেরণ করিবে।

(৬) পরিচালক, এই বিধির অধীন লাইসেন্স প্রদানের পক্ষে সিদ্ধান্ত হইলে, নির্দিষ্ট সময়সীমা উল্লেখ করিয়া উক্ত সময়সীমার মধ্যে লাইসেন্স বাবদ নির্ধারিত ফি এর অর্থ জমা প্রদান করিয়া চালানের কপি দাখিলের জন্য ডাকযোগে, মোবাইল বার্তা, ই-মেইল অথবা অন্য কোনো পদ্ধতিতে অবহিত করিবার জন্য আবেদনে উল্লেখ করা হইলে উক্ত পদ্ধতিতে আবেদনকারীকে নোটিশ প্রদান করিবেন।

(৭) উপ-বিধি (৬) এর অধীন লাইসেন্স বাবদ নির্ধারিত ফি জমা প্রদানের চালানের কপি দাখিল করা হইলে, পরিচালক, ফরম-৬ অনুযায়ী আবেদনকারীর নামে লাইসেন্স ইস্যু করিবেন এবং আবেদনকারীকে অথবা তাহার স্বাক্ষর ও সিল দ্বারা মনোনীত প্রতিনিধির নিকট সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স হস্তান্তর করিবেন।

৯। **লাইসেন্সের আবেদন নামঞ্জুরকরণ।**―(১) পরিচালক, নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক কারণে, বাণিজ্যিক ট্রলার বা যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের লাইসেন্সের আবেদন নামঞ্জুর করিতে পারিবেন, যথা:―

(ক) আইনের ধারা ৪ মোতাবেক সরকার কর্তৃক মৎস্য আহরণের নৌযানের সংখ্যা সীমিত করা হইলে উহার অতিরিক্ত যে কোনো সংখ্যক লাইসেন্স প্রদানের জন্য প্রাপ্ত আবেদন;

(খ) সরকার অনুমোদিত নির্দিষ্টকৃত নমুনায় উল্লিখিত ক্ষমতা বা আকারের অতিরিক্ত ক্ষমতা বা আকারের জাল বা মৎস্য আহরণের অন্য কোনো যন্ত্র সংযোজন;

(গ) নৌযান পরিদর্শনে পরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অসহযোগিতা বা বাধা প্রদান;

(ঘ) মালিক বা মৎস্য নৌযানের বিরুদ্ধে আইন বা এই বিধিমালার কোনো বিধান লংঘনে ন্যূনতম ৩ (তিন) বার দণ্ড আরোপ বা প্রশাসনিক জরিমানা করা হইলে;

(ঙ) বাংলাদেশ বা অন্য কোনো দেশ বা আঞ্চলিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা সংস্থা বা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এতৎসংশ্লিষ্ট কোনো সংস্থা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক ট্রলার বা যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান অবৈধ, অনুল্লিখিত ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য নৌযান হিসাবে তালিকাভুক্ত হইলে;

(চ) সরকার কর্তৃক অনুমোদন প্রদান করা হয় নাই এইরূপ বাণিজ্যিক ট্রলার;

(ছ) অসম্পূর্ণ আবেদন বা প্রয়োজনীয় দলিলাদি সংযুক্ত করা হয় নাই অথবা নির্দেশিত সময়ের মধ্যে দলিলাদি সরবরাহ না করা বা সরবরাহ করিতে অস্বীকার করা হইলে;

(জ) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লাইসেন্স বাবদ নির্ধারিত ফি জমা প্রদানপূর্বক চালানের কপি দাখিল করা না হইলে; বা

(ঝ) মৎস্য নৌযান বা উহাতে কর্মরত নাবিক বা শ্রমিকের নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি না থাকিলে।

(২) পরিচালক, কোনো আবেদন নামঞ্জুর করিলে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ৭ (সাত) অথবা, ক্ষেত্রমত, ৩ (তিন) দিনের মধ্যে, কারণ উল্লেখপূর্বক, আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন এবং উক্তরূপ সিদ্ধান্ত তৎকর্তৃক পুনর্বিবেচনাযোগ্য হইবে না।

(৩) কোনো আবেদনকারী বিধি ৮ এর উপ-বিধি (৬) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে লাইসেন্স বাবদ নির্ধারিত ফি জমা প্রদান না করিলে সংশ্লিষ্ট আবেদন নামঞ্জুর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১০। **লাইসেন্সের জন্য প্রযোজ্য শর্তাবলি, ইত্যাদি।**―(১) পরিচালক, বাণিজ্যিক ট্রলার বা যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের স্কিপার বা উহাতে কর্মরত যে কোনো কর্মীর ক্ষেত্রে যে সমস্ত শর্ত প্রযোজ্য হইবে, উহার সমস্ত বা যে কোনো শর্ত, লাইসেন্সে বা সমুদ্র যাত্রার অনুমতিপত্রে উল্লেখ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, লাইসেন্সে বা সমুদ্র যাত্রার অনুমতিপত্রে উক্ত শর্তের উল্লেখ না থাকিলে, মহাপরিচালক, সরকারের অনুমোদনক্রমে, প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে শর্ত নির্ধারণ করিয়া নির্দেশমালা জারি করিতে পারিবেন এবং উক্ত শর্ত এইরূপে প্রযোজ্য হইবে যেন উহা লাইসেন্সে বা সমুদ্র যাত্রার অনুমতিপত্রে উল্লেখ আছে।

(২) পরিচালক, আইন ও এই বিধিমালায় উল্লেখ না থাকিলেও, বাংলাদেশে বলবৎ মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য প্রযোজ্য যে কোনো আইন বা বিধিমালা এবং বাংলাদেশ কর্তৃক স্বাক্ষরিত বা অনুসমর্থিত কনভেনশন, ট্রিটি বা চুক্তির কোনো বিধান বা শর্ত, যাহা মানিয়া চলা সদস্য রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের জন্য বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে, লাইসেন্সে বা সমুদ্র যাত্রার অনুমতিপত্রে উল্লেখ করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত বিধান বা শর্তসমূহ লাইসেন্সে বা সমুদ্র যাত্রার অনুমতিপত্রে উল্লেখ না থাকিলেও উহা একইভাবে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) বাণিজ্যিক ট্রলার ও যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের স্কিপারকে, নির্দিষ্টকৃত ছকে, তৎকর্তৃক আহরিত মৎস্যের তথ্য সম্বলিত ফিশিং লগ প্রস্তুত করিয়া তারিখসহ স্বাক্ষর করিতে হইবে এবং এককপি নিজের নিকট সংরক্ষণ করতঃ অবতরণকালে নির্দিষ্টকৃত মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে বা সার্ভেইল্যান্স চেক পোষ্টে উপস্থিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট একটি কপি হস্তান্তর করিতে হইবে।

(৪) লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিটি বাণিজ্যিক ট্রলার বা যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পতাকাবাহী (Flag state) এবং বন্দর রাষ্ট্রের (Port state) জন্য প্রযোজ্য আন্তর্জাতিক আইন, সনদ বা চুক্তির শর্ত বা কোনো আন্তর্জাতিক বা আঞ্চলিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা সংস্থার (Regional Fisheries Management Organization) সদস্য হিসাবে পরিপালনীয় হইবে।

(৫) আহরিত মৎস্য সমুদ্র যাত্রার অনুমতিপত্রে উল্লিখিত নির্দিষ্ট অবতরণ কেন্দ্র ব্যতীত অন্য কোনো অবতরণ কেন্দ্রে অবতরণ করানো যাইবে না অথবা সমুদ্রে বিদেশি বা স্থানীয়, যাহাই হউক, কোনো প্রকার নৌযানে স্থানান্তর বা হস্তান্তর করা যাইবে না।

(৬) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমুদ্রে মৎস্য আহরণের জন্য যাত্রাকালে বা আহরণকালে বা আহরণোত্তর পরিবহনকালে স্কিপারকে লাইসেন্স ও সমুদ্র যাত্রার অনুমতিপত্র প্রদর্শনের জন্য আদেশ প্রদান করিলে তিনি উহা উপস্থাপন করিতে বাধ্য থাকিবেন এবং উল্লিখিত কর্মকর্তাগণ নৌযানে আরোহন করিয়া যাচাই করিতে চাহিলে সংশ্লিষ্ট নৌযানে আহরণ করিয়া মৎসের মজুদ, সংরক্ষণ প্রক্রিয়া ও মৎস্য আহরণের যন্ত্রাদি যাচাই করিতে পারিবেন এবং এইরূপ কাজে স্কিপার বা নৌশ্রমিকগণ কোনো প্রকার বাধা প্রদান করিতে পারিবেন না।

(৭) বাণিজ্যিক ট্রলার বা যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান সমুদ্রে মৎস্য আহরণে আইনানুগ সরঞ্জামাদি ব্যতীত অন্য কোনো প্রকার অবৈধ কঠিন, তরল বা বায়বীয় পদার্থ বা যাত্রী হিসাবে কোনো মানুষ অথবা পাচার করিবার উদ্দেশে কোনো মানুষ বা বন্য প্রাণী বহন করিতে পারিবে না।

(৮) স্কিপার সমুদ্রে বাণিজ্যিক ট্রলার বা যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের গতিবিধি সার্বক্ষণিক পরিবীক্ষণের জন্য সংযুক্ত যন্ত্রাদি সচল রাখিবেন এবং উহা ইচ্ছাকৃতভাবে অচল বা অপসারণ করিতে পারিবে না, তবে যৌক্তিক কোনো কারণে উহা অচল হইলে রেডিও বা অন্য কোনো মাধ্যমে পরিচালককে তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করিতে হইবে।

(৯) নৌযানে কর্মরত ব্যক্তিগণ, সরকার বা মালিক কর্তৃক ইস্যুকৃত, পরিচয়পত্র বহন করিবেন, যাহা বাংলা এবং ইংরেজি ভাষায় লিখিত হইবে।

(১০) মৎস্য নৌযানের লাইসেন্সে বা সমুদ্র যাত্রার অনুমতিপত্রে বা নির্দিষ্টকৃত নমুনাতে মৎস্য আহরণ পদ্ধতি উল্লেখ করা হইয়া থাকিলে পরিচালকের লিখিত অনুমোদন ব্যতীত অন্য কোনো পদ্ধতি ব্যবহার করা যাইবে না।

(১১) শ্রম আইনের ধারা ২ এর দফা ৬১ এর উপ-দফা (ফ) ও (ব)-তে উল্লিখিত সংজ্ঞা মোতাবেক উক্ত আইনের বিধান অনুযায়ী মৎস্য নৌযানে কর্মরত শ্রমিকগণের অধিকার নিশ্চিত হইবে।

(১২) মৎস্য নৌযানের নাবিক ও শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য যে সকল সরঞ্জাম মহাপরিচালক কর্তৃক জারিকৃত প্রজ্ঞাপন বা নির্দেশমালায় উল্লেখ থাকিবে উহা ব্যবহার উপযোগী করিয়া সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(১৩) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, মৎস্য নৌযানের জন্য আইনানুগ যে কোনো শর্ত নির্ধারণ করিতে পারিবে, যাহা স্থানীয় এবং, ক্ষেত্রমত, বিদেশি মৎস্য নৌযানের লাইসেন্সে বা সমুদ্র যাত্রার অনুমতি পত্রে উল্লেখ না থাকিলেও প্রযোজ্য হইবে।

(১৪) আহরিত সামুদ্রিক মৎস্যের গুণাগুণ সংরক্ষণ ও আহরণোত্তর অপচয় রোধকল্পে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ২০ নং আইন) ও তদধীন প্রণীত বিধিমালা প্রতিপালন করিতে হইবে।

(১৫) সামুদ্রিক মৎস্য সার্ভেইল্যান্স চেক পোষ্টে কর্তব্যরত কর্মকর্তার সংকেতের প্রতি প্রত্যেক মৎস্য নৌযানকে বাধ্যতামূলকভাবে সাড়া প্রদান করিতে হইবে।

(১৬) প্রত্যেক মৎস্য নৌযানকে "International Regulations for Preventing Collisions at Sea 1972 (COLREGs)" এর Rule 26 এ বর্ণিত ফিশিং ভেসেলের সিগন্যালসমূহ প্রদর্শন করিতে হইবে এবং মৎস্য নৌযানের জন্য প্রযোজ্য অন্যান্য বিধানাবলি প্রতিপালন করিতে হইবে।

(১৭) চিংড়ি ট্রলারে জালের সহিত Turtle Extruder Device সংযুক্ত থাকিতে হইবে।

(১৮) প্রত্যেক মৎস্য নৌযানকে সামুদ্রিক স্তন্যপ্রায়ী বা বৃহৎ প্রাণি (Marine Mammal বা Marine Mega Fauna) যেমন- ডলফিন, পরপয়েস বা শুশুক, তিমি, ইত্যাদি, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক বা আঞ্চলিক কনভেনশন, ট্রিটি বা চুক্তি এবং বাংলাদেশের বিদ্যমান আইন ও বিধি-বিধান প্রতিপালন করিতে হইবে।

(১৯) নষ্ট, অব্যবহৃত বা পুরাতন জাল ও সরঞ্জাম অথবা প্লাস্টিক বা প্লাস্টিক জাতীয় কোনো বস্তু সমুদ্রে নিক্ষেপ করা যাইবে না এবং এতৎসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক বা আঞ্চলিক কনভেনশন, ট্রিটি বা চুক্তি এবং বাংলাদেশের বিদ্যমান আইন ও বিধি-বিধান অনুযায়ী উহা বিনষ্ট করিতে হইবে।

(২০) মৎস্য নৌযানের পয়ঃনিষ্কাশন ও ব্যবহৃত অন্যান্য ময়লা-আবর্জনা সমুদ্রে নিক্ষেপ করা যাইবে না।

(২১) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বাইক্যাচ মৎস্য আহরণ হ্রাস এবং নিষিদ্ধ স্তন্যপায়ী প্রাণী আহরণ রোধের ব্যবস্থা জাল বা মৎস্য আহরণের সরঞ্জামাদিতে সংযোজন করিতে হইবে।

(২২) চিংড়ি আহরণকারী বাণিজ্যিক ট্রলার বা যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান প্রত্যেক মৎস্য আহরণ ট্রিপে উহার মোট ক্যাচের (মাছ ধরার) কমপক্ষে শতকরা ৩০ (ত্রিশ) ভাগ ফিন ফিশ (fin fish) আহরণ করিতে পারিবে।

(২৩) বাইক্যাচ মৎস্য আহরণ মহাপরিচালক কর্তৃক জারিকৃত বাইক্যাচ মৎস্য আহরণ ও ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় বর্ণিত শতকরা হারের অধিক হইবে না, তবে নিষিদ্ধ প্রজাতির সামুদ্রিক মৎস্য বা স্তন্যপায়ী প্রাণী উক্ত হারের অংশ হইবে না এবং এইরূপ মৎস্য বা প্রাণী ধৃত হইলে উহাদের মধ্যকার

জীবিত মৎস্য বা প্রাণী তাৎক্ষণিকভাবে সমুদ্রে ছাড়িয়া দিতে হইবে এবং মৃত মৎস্য বা প্রাণী freezed অবস্থায় আনয়নপূর্বক অবতরণকালে পৃথকভাবে পরিচালকের নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে, যাহা তিনি বন অধিদপ্তরের স্থানীয় দপ্তরের নিকট লিখিত বিবরণসহ হস্তান্তর করিবেন।

(২৪) বাণিজ্যিক ট্রলার বা যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানে, মৎস্য আহরণে যাত্রাকাল হইতে আহরণে নিয়োজিত থাকাকালীন বা প্রত্যাবর্তনকালে, লাইসেন্সের মূল কপি, মৎস্য আহরণের অনুমতিপত্র ও নৌ বাণিজ্য দপ্তর কর্তৃক জারিকৃত সার্টিফিকেটের মূল কপি বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত কপি থাকিতে হইবে।

(২৫) বাংলাদেশের জলসীমায় সকল বাণিজ্যিক ট্রলার বা যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানকে নিজ দেশের পতাকা প্রদর্শন করিতে হইবে এবং নৌযানের দৃশ্যমান অংশে মার্কিং করিয়া রাখিতে হইবে।

(২৬) প্রত্যেক মৎস্য নৌযানকে মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইন ও বিধি আবশ্যিকভাবে প্রতিপালন করিতে হইবে।

(২৭) প্রত্যেক মৎস্য নৌযানকে সামুদ্রিক মৎস্য সার্ভেইল্যান্স চেক পোষ্টে কর্তব্যরত কর্মকর্তার সংকেতের প্রতি আবশ্যিকভাবে সাড়া প্রদান করিতে হইবে।

(২৮) প্রত্যেক মৎস্য নৌযানকে সরকার কর্তৃক বা, সরকারের অনুমোদনক্রমে, মহাপরিচালক কর্তৃক, সময় সময়, আইন ও বিধি বাস্তবায়নে জারিকৃত আদেশ বা নির্দেশ প্রতিপালন করিতে হইবে।

১১। **লাইসেন্স নবায়ন, ইত্যাদি।**—(১) কোনো বাণিজ্যিক ট্রলার বা যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের মালিক বিদ্যমান লাইসেন্স নবায়ন করিতে চাহিলে তাহাকে লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হইবার অন্যূন ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে, ফরম-৫ এ, উক্ত ফরমে বর্ণিত দলিলাদি সংযুক্ত করিয়া, আবেদন করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উল্লিখিত আবেদন নির্দিষ্টকৃত ওয়েবলিংকের মাধ্যমে নির্দিষ্টকৃত ই-ফরমে, উক্ত ফরমে বর্ণিত দলিলাদির স্ক্যানকৃত কপি সংযুক্ত করিয়া, দাখিল করা যাইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন দাখিলকৃত আবেদনের সহিত বিদ্যমান মূল লাইসেন্সের কপি সংযুক্ত করিতে হইবে এবং, ক্ষেত্রমত, মূল লাইসেন্স দাখিল করিতে নির্দেশ প্রদান করা হইলে উহা দাখিল করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর, পরিচালক, প্রয়োজনে, নিজ দপ্তরে রক্ষিত রেজিষ্টার ও মৎস্য আহরণের রেকর্ডপত্র যাচাই করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক ট্রলার বা যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের অবস্থা ও সামগ্রিক মৎস্য আহরণ ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান ও সরেজমিনে পরিদর্শন করিবেন।

(৪) সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন হইলে ১০ (দশ) দিনের মধ্যে নবায়নের আবেদন ও উহার সহিত সংযুক্ত দলিলাদির সত্যায়িত কপিসহ নৌযান ও উহাতে সংযুক্ত মৎস্য আহরণের সরঞ্জামাদি সম্পর্কে, মহাপরিচালকের মাধ্যমে, সরকার বরাবরে সারসংক্ষেপ প্রেরণ করিতে হইবে।

(৫) সরকার, উপ-বিধি (৪) এর অধীন সারসংক্ষেপ প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে, উহার সিদ্ধান্ত মহাপরিচালককে অবহিত রাখিয়া সরাসরি পরিচালক বরাবর প্রেরণ করিবে।

(৬) এই বিধির অধীন লাইসেন্স নবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনধিক ৭ (সাত) দিনের মধ্যে পরিচালক, নির্দিষ্ট সময়সীমা উল্লেখ করিয়া উক্ত সময়সীমার মধ্যে, লাইসেন্স নবায়ন বাবদ নির্ধারিত ফি জমা প্রদান করিয়া চালানের কপি দাখিলের জন্য ডাকযোগে, মোবাইল বার্তা, ই-মেইল অথবা অন্য কোনো পদ্ধতিতে অবহিত করিবার জন্য আবেদনে উল্লেখ করা হইলে উক্ত পদ্ধতিতে আবেদনকারীকে নোটিশ প্রেরণ করিবেন।

(৭) আইন এবং এই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী প্রদত্ত লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে অথবা নবায়নের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন করা না হইলে অথবা উপ-বিধি (৬) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে চালানের কপি জমা প্রদান করা না হইলে, লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণের পর হইতে, সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক বা যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান দ্বারা সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ এলাকায় বা গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণ করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর অনধিক ৩ (তিন) মাসের মধ্যে লাইসেন্স বাবদ নির্ধারিত ফি এর ৩ (তিন) গুণ পরিমাণ অর্থ জমা প্রদান সাপেক্ষে লাইসেন্স নবায়নের জন্য আবেদন করা যাইবে।

১২। **লাইসেন্স নবায়ন নামঞ্জুর, ইত্যাদি।**—(১) পরিচালক, ক্ষেত্রমত, সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে, নিম্নবর্ণিত যে কোনো কারণে লাইসেন্স নবায়ন নামঞ্জুর করিতে পারিবেন, যথা:—

(ক) আবেদনে মালিক বা তাহার নিয়োজিত প্রতিনিধির স্বাক্ষর না থাকিলে বা অসম্পূর্ণ আবেদন দাখিল করা হইলে বা যথাযথ ফরমে আবেদন করা না হইলে;

(খ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নির্দিষ্টকৃত নমুনার অতিরিক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন জাল বা যন্ত্রাদি সংযোজন করা হইলে;

(গ) আবেদনের সহিত চাহিত দলিলাদি সংযুক্ত করা না হইলে বা সরবরাহ প্রদান করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হইলে বা সময়সীমার মধ্যে দাখিল করা না হইলে;

(ঘ) মালিক বা মৎস্য নৌযানের বিরুদ্ধে আইন বা এই বিধিমালা লংঘনে ন্যূনতম ৩ (তিন) বার দন্ড বা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করা হইলে;

(ঙ) বাংলাদেশ বা অন্য কোনো দেশ বা আঞ্চলিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা সংস্থা বা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এতৎসংশ্লিষ্ট কোনো সংস্থা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক ট্রলার বা মৎস্য নৌযান অবৈধ, অনুল্লিখিত ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য নৌযান হিসাবে তালিকাভুক্ত হইলে;

(চ) কোনো অসত্য তথ্য প্রদান করিয়া বা তথ্য গোপনপূর্বক আবেদন করা হইলে;

(ছ) মৎস্য নৌযান পরিদর্শনে পরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অসহযোগিতা করা হইলে বা বাধা প্রদান করা হইলে;

(জ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নবায়নের জন্য আবেদন করা না হইলে; বা

(ঝ) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নবায়ন বাবদ নির্ধারিত ফি জমা প্রদান করা না হইলে;

(ঞ) সরকার কর্তৃক জারিকৃত কোনো আদেশ দ্বারা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা থাকিলে।

(২) লাইসেন্স নবায়নের আবেদন নামঞ্জুর করা হইলে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনধিক ৭ (সাত) দিনের মধ্যে, নামঞ্জুরের কারণ উল্লেখপূর্বক, লিখিতভাবে আবেদনকারীকে তাহার আবেদনে উল্লিখিত ঠিকানা বা ই-মেইলে অবহিত করিতে হইবে এবং উহার কপি নৌ-বাণিজ্য দপ্তর, বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও বাংলাদেশ কোস্টগার্ড এর স্থানীয় অপারেশন পরিচালনাকারী কমান্ডিং অফিস এবং সংশ্লিষ্ট বন্দর কর্তৃপক্ষকে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৩) কোনো আবেদনকারী বিধি ১১ এর উপ-বিধি (৬) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে লাইসেন্স নবায়ন বাবদ নির্ধারিত ফি জমা প্রদানের চালানের কপি জমা প্রদান না করিলে সংশ্লিষ্ট নবায়ন আবেদন নামঞ্জুর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) এই বিধির অধীন কোনো ব্যক্তির লাইসেন্স নবায়নের আবেদন নামঞ্জুর হইলে, মেয়াদ থাকুক বা না থাকুক, সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স বাতিল হইবে।

(৫) আবেদনকারী লাইসেন্স নবায়ন নামঞ্জুরের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক আপিল দায়ের না করিলে, অথবা আপিল চলমান থাকিলেও আপিল কর্তৃপক্ষের ভিন্নরূপ আদেশ না হওয়া পর্যন্ত, পরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স নবায়ন নামঞ্জুরের আদেশ বহাল থাকিবে।

১৩। **বাণিজ্যিক ট্রলার ও যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান আমদানি বা স্থানীয়ভাবে তৈরিতে নির্দিষ্টকৃত নমুনা অনুসরণ, ইত্যাদি।**—(১) বাণিজ্যিক ট্রলার বা যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান আমদানি বা স্থানীয়ভাবে তৈরী করার অনুমতির জন্য সংশ্লিষ্ট মালিককে পরিচালক বরাবর ৩ (তিন) ফর্দ আবেদনপত্র দাখিল করিতে হইবে এবং উক্ত আবেদনের সহিত সংশ্লিষ্ট ট্রলারের স্কেচসহ নির্দিষ্টকৃত নমুনার (Specification) বিবরণী বহি (Brochure) দাখিল করিতে হইবে।

(২) বাণিজ্যিক ট্রলার বা যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান স্থানীয়ভাবে তৈরী করিবার ক্ষেত্রে উহার স্কেচ যোগ্যতাসম্পন্ন ন্যাভাল আর্কিটেক্ট বা ন্যাভাল প্রকৌশলী দ্বারা প্রস্তুত ও স্বাক্ষর করাইতে হইবে এবং নির্মাণাধীন নৌযান, সমুদ্রে গমন উপযোগী ও মৎস্য আহরণের সুবিধাদি স্থাপনসহ, নিরাপদ হইবে মর্মে উক্ত আর্কিটেক্ট বা ন্যাভাল প্রকৌশলীর প্রত্যয়ন থাকিতে হইবে।

(৩) মহাপরিচালক, উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন পর্যালোচনাক্রমে সুপারিশ প্রদানের জন্য, নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে কমিটি গঠন করিবেন, যথা:—

(ক) অতিরিক্ত মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, যিনি উহার আহ্বায়ক হইবেন;

(খ) পরিচালক (মেরিন),মৎস্য অধিদপ্তর;

(গ) অধ্যক্ষ, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি;

(ঘ) মার্কেন্টাইল মেরিন দপ্তরের একজন মেরিন প্রকৌশলী;

(ঙ) উপ-পরিচালক (পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ), মৎস্য অধিদপ্তর;

(চ) পরিচালক (মেরিন), মৎস্য অধিদপ্তর, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(৪) মহাপরিচালক, উপ-বিধি (৩) এর অধীন গঠিত কমিটির সুপারিশের আলোকে, উহার মতামতসহ সংশ্লিষ্ট ট্রলার বা নৌযানের নির্দিষ্টকৃত নমুনা অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট প্রেরণ

করিবেন এবং উক্ত নমুনা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হইলে উহা সংশ্লিষ্ট ট্রলার বা নৌযানের সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নির্দিষ্টকৃত নমুনা হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উপ-বিধি (৩) এর অধীন গঠিত কমিটি কোনো কারণে সুপারিশ প্রদান না করিলে উহা সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী ও সরকারকে অবহিত করিতে হইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট নমুনা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত না হইলে বিষয়টি লিখিতভাবে আবেদনকারীকে অবহিত করিতে হইবে।

(৫) মহাপরিচালক, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নির্দিষ্টকৃত নমুনা পরিচালক বরাবরে প্রেরণ করিবেন এবং পরিচালক উহার কপি সংরক্ষণ করিয়া একটি কপি সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর নিকট প্রেরণ করিবেন।

১৪। **বিদেশি মৎস্য নৌযানের লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত শর্তাবলি।**—(১) বিদেশি মৎস্য নৌযানের লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ, আইনের ধারা ১৫(২) মোতাবেক, বিধি ১০ এ উল্লিখিত শর্তাবলির অতিরিক্ত হইবে; যথা:—

(ক) বিদেশি মৎস্য নৌযানের মালিককে বাংলাদেশে স্থায়ী অফিস ও জীবনযাত্রা রহিয়াছে বাংলাদেশে বসবাসরত এইরূপ কোনো ব্যক্তি বা রেজিস্টার্ড ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে তাহার স্থানীয় প্রতিনিধি হিসাবে নিয়োগ করিতে হইবে, যিনি সমুদ্রে মৎস্য আহরণ সংক্রান্ত বিধি-বিধান সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং তাহার পক্ষে আইনগত ও অর্থনৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ করিবার জন্য এবং সংশ্লিষ্ট নৌযান কর্তৃক মৎস্য আহরণ বা প্রাসঙ্গিক কার্যাবলি হইতে উদ্ভূত মামলা-মোকদ্দমায় তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া তাহার পক্ষে নোটিশ, সমন বা অন্য কোনো দলিল গ্রহণ করিতে পারেন;

(খ) পরিচালক কর্তৃক নির্দেশিত হইলে বিদেশি মৎস্য নৌযানের মালিক বা স্থানীয় প্রতিনিধিকে লাইসেন্সের অধীন দায়-দায়িত্ব পালনের নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য পরিচালকের নিকট, নির্দিষ্টকৃত অংক ও ফরমে, একটি বন্ড সম্পাদন করিতে হইবে;

(গ) বিদেশি মৎস্য নৌযানের স্কিপার বা স্থানীয় প্রতিনিধিকে সংশ্লিষ্ট মৎস্য নৌযানের সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ এলাকায় প্রবেশ করিবার আনুমানিক সময়সহ ডকিং এলাকার নাম জানাইয়া প্রবেশের অন্যূন ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টা পূর্বে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে;

(ঘ) বিদেশি মৎস্য নৌযানকে সংশ্লিষ্ট মালিকের দেশের বা যে দেশে রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত সেই দেশের বৈধ পতাকাবাহী হইতে হইবে এবং উক্ত পতাকাবাহী দেশের সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কোনো বীমা কোম্পানির অধীনে বীমাকৃত হইতে হইবে;

(ঙ) বিদেশি মৎস্য নৌযানকে বাংলাদেশ বা অন্য কোনো দেশ বা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কোনো সংস্থা অবৈধ, অনুল্লিখিত ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণ তালিকা বহির্ভূত হইতে হইবে;

(চ) বিদেশি বিনিয়োগকারী হিসাবে বিদেশি মৎস্য নৌযানের মালিকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিদ্যমান আইন, বিধি-বিধান ও সরকারি নির্দেশনা প্রযোজ্য হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত শর্তসহ আইন ও এই বিধিমালার বিধান মোতাবেক আবেদন করা না হইলে সরকার কোনো বিদেশি মৎস্য নৌযান বরাবরে লাইসেন্স ইস্যু করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

১৫। **লাইসেন্সে বা অনুমতিপত্রে নৌযানের নাম পরিবর্তন।**—(১) এই বিধিমালার অধীন লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র গ্রহণের পর লাইসেন্স বা অনুমতিপত্রে বিদ্যমান মৎস্য নৌযানের নাম পরিবর্তন করিতে হইলে, যুক্তিসঙ্গাত কারণ উল্লেখপূর্বক, নির্ধারিত ফি'সহ নিম্নবর্ণিত দলিলাদি সংযুক্ত করিয়া পরিচালকের নিকট আবেদন করিতে হইবে, যথা:—

(ক) কোনো অপরাধের দায় এড়াইবার জন্য নহে বা কোনো দেনার দায় এড়াইবার জন্য নহে এইরূপ ঘোষণা সম্বলিত এফিডেভিট;

(খ) কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) মোতাবেক কোনো নিবন্ধিত কোম্পানি হইলে পরিবর্তিত নামের নিবন্ধিত সনদ;

(গ) ন্যূনতম দুইটি জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত নাম পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তির কপি;

(ঘ) বিদ্যমান ব্যবসা সংক্রান্ত লাইসেন্সের মূল কপি;

(ঙ) কোনো রেজিস্টার্ড ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য হইলে সংশ্লিষ্ট সমিতিকে অবহিতকরণের কপি;

(চ) পরিচালক কর্তৃক চাহিত অন্য যে কোনো কাগজপত্র।

(২) পরিচালক, উপ-বিধি (১) এর অধীন কোনো আবেদন প্রাপ্ত হইলে, আবেদনের বিষয়ে তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট মৎস্য নৌযানের নাম পরিবর্তন করিবার আদেশ প্রদান করিবেন এবং বিদ্যমান লাইসেন্স বাতিলপূর্বক উহাতে সিলমোহর প্রদান করিয়া স্বাক্ষর করিবেন এবং একই শর্তে নূতন লাইসেন্স ইস্যু করিবেন ও বিষয়টি মহাপরিচালককে অবহিত করিবেন এবং নিজ কার্যালয়ের রেজিস্টারে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করিয়া স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) কোনো মৎস্য নৌযানের নাম পরিবর্তন না করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইলে, কারণ উল্লেখপূর্বক, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ২ (দুই) সপ্তাহের মধ্যে, আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

(৪) এই বিধির অধীন কোনো মৎস্য নৌযানের নাম পরিবর্তন করা হইলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সহিত স্বার্থ রহিয়াছে এইরূপ কোনো পক্ষ পরিচালককে দায়ী করিতে পারিবেন না।

১৬। **আর্টিসানাল নৌযানের অনুমতিপত্র।**—(১) আর্টিসানাল নৌযানের মালিককে তাহার মালিকানাধীন আর্টিসানাল নৌযান পরিচালনার অনুমতির জন্য পরিচালক বা এতদুদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার, পরিদর্শকের নিম্নে নহে, নিকট ফরম-৯ এ, উক্ত ফরমে বর্ণিত দলিলাদিসহ, আবেদন করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উল্লিখিত আবেদন নির্দিষ্টকৃত ওয়েবলিংকের মাধ্যমে নির্দিষ্টকৃত ই-ফরমে, উক্ত ফরমে বর্ণিত দলিলাদির স্ক্যানকৃত কপি সংযুক্ত করিয়া, দাখিল করা যাইবে।

(২) আইনের ধারা ৪ এর অধীন সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক আর্টিসানাল নৌযান অপেক্ষা অধিক সংখ্যক আর্টিসানাল নৌযানের অনুমতি প্রদান করা যাইবে না।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর পরিচালক বা, ক্ষেত্রমত, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সরেজমিনে সংশ্লিষ্ট আর্টিসানাল নৌযান এবং দাখিলকৃত দলিলাদি যাচাই করিয়া সন্তুষ্ট হইলে, নির্দিষ্ট সময়সীমা উল্লেখ করিয়া উক্ত সময়সীমার মধ্যে লাইসেন্স বাবদ নির্ধারিত ফি এর অর্থ জমা প্রদান

করিয়া চালানের কপি দাখিলের জন্য ডাকযোগে, মোবাইল বার্তা, ই-মেইল অথবা অন্য কোনো পদ্ধতিতে অবহিত করিবার জন্য আবেদনে উল্লেখ করা হইলে উক্ত পদ্ধতিতে আবেদনকারীকে নোটিশ প্রদান করিবেন।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন প্রদত্ত নোটিশের প্রেক্ষিতে নির্ধারিত ফি জমাদানের চালানের কপি দাখিল করা হইলে ফরম-১০ অনুযায়ী অনুমতিপত্র প্রদান করা হইবে, যাহার মেয়াদ হইবে প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর।

(৫) মহাপরিচালক, পরিবেশবান্ধব মৎস্য আহরণ নিশ্চিত করিবার নিমিত্ত, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সমুদ্রে মৎস্য আহরণরত আর্টিসানাল নৌযানের আকার ও অবকাঠামোর আলোকে উহার একটি আদর্শ নির্দিষ্টকৃত নমুনা (standard specification) নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

(৬) মহাপরিচালক, এই বিধিমালা কার্যকর হইবার ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে, সমুদ্রে মৎস্য আহরণরত সকল আর্টিসানাল নৌযানকে আইন ও এই বিধিমালার আওতায় আনয়নের নিমিত্ত, সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে, ন্যূনতম ১০ (দশ) বৎসর মেয়াদি একটি কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করিবেন।

(৭) মহাপরিচালক, আর্টিসানাল নৌযানের জন্য সুনির্দিষ্ট রং নির্ধারণ করিবেন এবং উক্ত রং এর সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া অনুমতিপ্রাপ্ত প্রতিটি আর্টিসানাল নৌযানের গায়ে সনাক্তকরণ নম্বর প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, যাহা প্রত্যেকটি আর্টিসানাল নৌযানের জন্য পৃথক হইবে।

(৮) অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত আর্টিসানাল নৌযান বাংলাদেশের পতাকাবাহী নৌযান হিসাবে গণ্য হইবে এবং বিদ্যমান আইন, বিধিমালা, নীতিমালা, নির্দেশনা এবং বাংলাদেশ কর্তৃক গৃহীত বা অনুস্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক কনভেনশন, প্রটোকল, চুক্তি, ইত্যাদির, প্রযোজ্যতা সাপেক্ষে, বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উল্লিখিত বিধান প্রয়োগের পূর্বে আর্টিসানাল নৌযানের মালিকগণকে উহার প্রযোজ্যতা ও প্রয়োগ সম্পর্কে নোটিশ জারির মাধ্যমে অথবা তাহাদের উপস্থিতিতে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

(৯) পরিচালক বা, ক্ষেত্রমত, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপ-বিধি (৩) এর অধীন প্রদত্ত অনুমতিপত্রে, মৎস্য আহরণ এলাকা, আহরণযোগ্য মৎস্যের প্রজাতি, নিষিদ্ধ মৎস্যের প্রজাতি, আহরণ পদ্ধতি ও প্রতিবেশ বান্ধব মৎস্য আহরণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবেন।

(১০) উপ-বিধি (৩) এর অধীন অনুমতিপ্রাপ্ত আর্টিসানাল নৌযান দ্বারা আহরিত মৎস্য নির্দিষ্ট মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র ব্যতীত অন্য কোনো অবতরণ কেন্দ্রে অবতরণ বা অন্য কোনো নৌযানে হস্তান্তর বা বিক্রয় করা যাইবে না।

(১১) পরিচালক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবর, নির্দিষ্টকৃত ফরমে, মৎস্য অবতরণ রিপোর্ট দাখিল করিতে হইবে।

(১২) আর্টিসানাল নৌযানে অবৈধ কঠিন, তরল বা বায়বীয় পদার্থ বহন, মজুদ বা ব্যবহার করা এবং অনুমোদিত নয় এইরূপ কোনো মৎস্য আহরণ পদ্ধতি বা যন্ত্রাদি ব্যবহার করা যাইবে না।

(১৩) সমুদ্রে দুর্যোগকালীন আত্মরক্ষার জন্য আর্টিসানাল নৌযানে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি থাকিতে হইবে।

(১৪) আর্টিসানাল নৌযানের মালিক, মাঝি ও নৌ-শ্রমিককে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত পরিচয়পত্র ও অনুমতিপত্রের কপি বহন করিতে হইবে এবং উক্ত ব্যক্তিগণ ব্যতীত কোনো যাত্রী বা পর্যটক বহন করা যাইবে না।

(১৫) ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আর্টিসানাল নৌযান তীরে বাধিয়া রাখাকালীন, সমুদ্রে চলাচলকালীন, মৎস্য আহরণকালীন, আহরণোত্তর প্রত্যাবর্তনকালীন বা অবতরণকেন্দ্রে অবস্থানকালীন, অনুমতিগ্রহণপূর্বক বা, ক্ষেত্র বিশেষে, অনুমতিগ্রহণ ব্যতীত, উক্ত নৌযানে আহরণ করিতে, দলিলাদি যাচাই করিতে, মৎস্য আহরণের যন্ত্রাদি পরীক্ষা করিতে বা মজুদকৃত মৎস্য যাচাই করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ কার্য পরিচালনাকালে উক্ত নৌযানের মালিক, মাঝি বা শ্রমিক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করিবেন এবং কোনোভাবেই উক্ত কাজে বাধা প্রদান করিতে পারিবেন না ।

(১৬) শ্রম আইনের ধারা ২ এর দফা ৬১ এর উপ-দফা (ফ) ও (ব) তে উল্লিখিত সংজ্ঞার আলোকে উক্ত আইন অনুযায়ী মৎস্য নৌযানে কর্মরত শ্রমিকগণের অধিকার নিশ্চিত হইবে এবং কোনো জবরদস্তিমূলক শ্রমিক বা শিশু শ্রমিক নৌযানে নিয়োগ করা যাইবে না।

(১৭) মহাপরিচালক, এই বিধিমালা কার্যকর হইবার ১ (এক) বৎসরের মধ্যে, আর্টিসানাল নৌযান দ্বারা টেকসই মৎস্য আহরণ নির্দেশিকা প্রণয়ন ও প্রকাশ করিবেন।

(১৮) নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক কারণে, উপ-বিধি (৩) এর অধীন প্রদত্ত অনুমতিপত্র বাতিল করা যাইবে, যথা:—

(ক) আইন বা এই বিধিমালার কোনো বিধান লংঘনের কারণে ৩ (তিন) বারের অধিক প্রশাসনিক জরিমানা আরোপিত হইলে বা সংশ্লিষ্ট মালিক আইনের কোনো বিধান লংঘনের কারণে আদালত কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত হইলে;

(খ) অনুমতিপত্র বিক্রয় বা অন্য কোনোভাবে হস্তান্তর করা হইলে;

(গ) একাধিকক্রমে ২ (দুই) বৎসর মৎস্য আহরণে সমুদ্র যাত্রা করা না হইলে;

(ঘ) অনুমতিপত্রে বর্ণিত বা প্রযোজ্য শর্তাবলি লংঘন করা হইলে; বা

(ঙ) অনুমতিপ্রাপ্ত মালিক বা সংশ্লিষ্ট মৎস্য নৌযান ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি বা মৎস্য নৌযান কর্তৃক অনুমতিপত্র ব্যবহার করা হইলে।

(১৯) ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পরিচালক বরাবরে কারণ উল্লেখপূর্বক ঘটনা ও প্রমাণকের বিবরণীসহ উপ-বিধি (৩) এর অধীন প্রদত্ত অনুমতিপত্র বাতিলের সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন এবং পরিচালক, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার লিখিত অভিযোগ ব্যতীত, অনুমতিপত্র বাতিলের উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন না।

(২০) উপ-বিধি (১৯) এর অধীন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর পরিচালক সংশ্লিষ্ট নৌযানের মালিককে অনধিক ৩ (তিন) দিনের মধ্যে উপস্থিত হইয়া ব্যাখ্যা প্রদান করিতে, প্রাপ্ত প্রতিবেদনের কপিসহ, নোটিশ প্রদান করিবেন।

(২১) সংশ্লিষ্ট মালিক ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য পরপর দুইবার নোটিশ প্রাপ্ত হইবার পরও উপস্থিত না হইলে পরিচালক অনুমতিপত্র বাতিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া উক্ত মালিককে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন এবং উহার একটি কপি অধিদপ্তরের ওয়েবপেজে আপলোড করিবেন এবং তদভিত্তিতে জাতীয় মৎস্য নৌযান রেজিস্টার হালনাগাদ করিবেন।

(২২) নোটিশ প্রাপ্ত হইয়া অথবা অন্য কোনোভাবে অবহিত হইয়া সংশ্লিষ্ট মালিক উপস্থিত হইলে পরিচালক তাহার বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিবেন এবং উহাতে তাহার স্বাক্ষর লইয়া নিজে স্বাক্ষর করিবেন ও রেকর্ড যাচাই করিবেন এবং, প্রয়োজনে, প্রতিবেদন প্রেরণকারী কর্মকর্তা বা তদন্ত কর্মকর্তার বক্তব্য শ্রবণ করিয়া সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।

(২৩) উপ-বিধি (২২) এর অধীন সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষেত্রে পরিচালক স্বয়ং সরেজমিনে সংশ্লিষ্ট নৌযান এবং উহাতে রক্ষিত সরঞ্জামাদি ও রেকর্ডপত্র পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

(২৪) আর্টিসানাল নৌযানের মালিক নির্দিষ্টকৃত ফরমে আহরিত মৎস্যের তথ্য সংরক্ষণ করিবেন এবং উক্ত ফরমের একটি কপি নিজে সংরক্ষণ করিবেন ও একটি কপি মৎস্য অবতরণকালে উপস্থিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট দাখিল করিবেন।

(২৫) আর্টিসানাল নৌযানকে মৎস্য আহরণকালে ও আহরনোত্তর প্রত্যাবর্তনকালে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনের সময় এবং স্থানীয় মৎস্য দপ্তরের চাহিদা অনুযায়ী আহরিত মৎস্যের তথ্য প্রদান বা প্রদর্শন করিতে হইবে।

১৭। **আর্টিসানাল নৌযানের অনুমতিপত্র নবায়ন।**—(১) আর্টিসানাল নৌযানের অনুমতিপত্র নবায়ন করিতে হইলে, উহার মেয়াদ শেষ হইবার অন্যূন ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে, সংশ্লিষ্ট মালিককে ফরম-১১ তে, উক্ত ফরমে বর্ণিত দলিলাদিসহ, পরিচালক বরাবরে আবেদন করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উল্লিখিত আবেদন নির্দিষ্টকৃত ওয়েবলিংকের মাধ্যমে নির্দিষ্টকৃত ই-ফরমে, উক্ত ফরমে বর্ণিত দলিলাদির স্ক্যানকৃত কপি সংযুক্ত করিয়া, দাখিল করা যাইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন দাখিলকৃত আবেদনপত্রের সহিত বিদ্যমান মূল অনুমতিপত্রের কপি সংযুক্ত করিতে হইবে অথবা, ক্ষেত্রমত, বিদ্যমান মূল অনুমতিপত্র দাখিল করিতে নির্দেশ প্রদান করা হইলে উহা দাখিল করিতে হইবে।

(৩) পরিচালক, উপ-বিধি (১) এর অধীন দাখিলকৃত আবেদন প্রাপ্তির পর, প্রয়োজনে, নিজ দপ্তরে রক্ষিত রেজিষ্টার বা মৎস্য আহরণের রেকর্ডপত্র যাচাই করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট আর্টিসানাল নৌযানের অবস্থা ও সামগ্রিক মৎস্য আহরণ ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান ও সরেজমিনে পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

(৪) অনুমতিপত্র নবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে, উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনধিক ৭ (সাত) দিনের মধ্যে, ডাকযোগে বা মোবাইল বার্তা বা ই-মেইল দ্বারা আবেদনকারীকে নির্দিষ্টকৃত সময়সীমার মধ্যে অনুমতিপত্র নবায়ন বাবদ নির্ধারিত ফি জমা প্রদান করিয়া চালানের কপি দাখিলের জন্য অবহিত করিতে হইবে এবং চালানের কপি দাখিল করা হইলে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে অনুমতিপত্রের নির্দিষ্ট অংশে নবায়নের আদেশ লিপিবদ্ধ করিয়া উহা আবেদনকারীকে সরবরাহ করিতে হইবে।

(৫) কোনো আবেদনকারী উপ-বিধি (৪) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে চালানের কপি জমা প্রদান না করিলে সংশ্লিষ্ট আবেদন নামঞ্জুর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৬) যে সকল কারণে অনুমতিপত্র বাতিল করা যাইবে সেই একই কারণে উহার নবায়ন আবেদন নামঞ্জুর করা যাইবে, তবে উক্তরূপ নামঞ্জুর করিবার বিষয় আবেদনকারীকে অবহিত করিতে হইবে এবং উক্ত সিদ্ধান্ত পুনঃবিবেচনাযোগ্য হইবে না।

১৮। **সমুদ্র যাত্রার অনুমতিপত্র ও আগমনী বার্তা, ইত্যাদি।**—(১) সমুদ্র যাত্রার অনুমতির জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত বাণিজ্যিক ট্রলার বা যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের মালিক, সংস্থা বা প্রতিনিধিকে ফরম-৭ এ, উক্ত ফরমে বর্ণিত দলিলাদি সংযুক্ত করিয়া, আবেদন করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উল্লিখিত আবেদন নির্দিষ্টকৃত ওয়েবলিংকের মাধ্যমে নির্দিষ্টকৃত ই-ফরমে, উক্ত ফরমে বর্ণিত দলিলাদির স্ক্যানকৃত কপি সংযুক্ত করিয়া, দাখিল করা যাইবে।

(২) উপ-বিধি (১) উল্লিখিত আবেদনপত্রের সহিত পূর্ববর্তী সমুদ্রযাত্রার প্রতিদিনের ফিশিং লগ, ডেলিভারি শিট, মৎস্য আহরণ সংক্রান্ত নির্ধারিত ফি ও নৌযানের জনবলের তালিকা সংশ্লিষ্ট দলিলাদি সংযুক্ত করিয়া দাখিল করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ই-ফর্মে আবেদনের ক্ষেত্রে উক্ত দলিলাদির স্ক্যানকৃত কপি আপলোড করিতে হইবে।

(৩) আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই করিবার পর সংশ্লিষ্ট আবেদন বিবেচিত হইলে, নির্ধারিত ফি জমা প্রদান সাপেক্ষে, আবেদনকৃত বাণিজ্যিক ট্রলার বা যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের লাইসেন্সের বিপরীতে পরিচালক বা, ক্ষেত্রমত, তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফরম-৮ অনুযায়ী সমুদ্র যাত্রার অনুমতিপত্র প্রদান করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক সমুদ্রযাত্রার অনুমতি প্রদান করা হইলে উহার একটি অনুলিপি পরিচালক বরাবর প্রেরণ করিতে হইবে।

(৪) বাণিজ্যিক ট্রলার বা যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের মালিক, নির্দিষ্টকৃত ফরমে, সমুদ্রে যাতায়াতের তথ্য, সমুদ্রে অবস্থানের মেয়াদ, মৎস্য আহরণের লগবুক ও স্ট্যাকিং শীট এবং রেজিস্টার সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করিবেন এবং পরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এইরূপ রেজিস্টার বা প্রতিবেদন উপস্থাপন করিবার আদেশ প্রদান করিলে মালিক বা তাহার প্রতিনিধি উহা উপস্থাপন করিবেন।

(৫) মৎস্য আহরণে প্রতিবার সমুদ্রযাত্রার সর্বোচ্চ মেয়াদ হইবে ফ্রিজারসহ বাণিজ্যিক মৎস্য নৌযানের ক্ষেত্রে ৩০ (ত্রিশ) দিন, নন-ফ্রিজার বা আইসসহ বাণিজ্যিক মৎস্য নৌযানের ক্ষেত্রে ১৫ (পনেরো) দিন এবং আইসসহ যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের ক্ষেত্রে ১০ (দশ) দিন।

(৬) মৎস্য নৌযানের স্কিপার নির্দিষ্টকৃত ফরমে আগমনী বার্তা দাখিলের পর নির্ধারিত বন্দরে বা অবতরণ কেন্দ্রে মৎস্য নৌযানটি প্রত্যাবর্তনের পর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত নৌযানের মৎস্য আহরণের সরঞ্জামাদি, জনবলের তালিকা, জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জমাদি, আহরিত মৎস্যের তথ্য, স্ট্যাকিং শীট, প্রত্যেক ফিস হোল্ডে মজুদকৃত মৎস্যের অবস্থা ও পরিমাণগত তথ্যের লগ শীট, ইত্যাদি যাচাই করিতে পারিবেন।

(৭) ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে আহরিত মৎস্য খালাস করিতে হইবে এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নির্দিষ্টকৃত ফরমে, এতদবিষয়ক প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক স্বাক্ষর ও সীল প্রদান করতঃ সংশ্লিষ্ট নৌযানের মালিক বা স্কীপার বা তাহার প্রতিনিধির স্বাক্ষর গ্রহণ করিয়া, পরিচালককে একটি অনুলিপিসহ, উহা সংশ্লিষ্ট মালিক, স্কীপার বা প্রতিনিধিকে প্রদান করিবেন।

(৮) সকাল ৬ (ছয়) ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা ৭ (সাত) ঘটিকার মধ্যে মৎস্য নৌযানের মৎস্য অবতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে, পরিচালকের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে, রাতেও মৎস্য অবতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা যাইবে।

(৯) মৎস্য নৌযানের স্কিপার, মালিক বা প্রতিনিধি ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে পরিদর্শন ও তথ্য সংগ্রহের কাজে সহযোগিতা করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(১০) যে সমুদ্র যাত্রার অনুমতি গ্রহণ করিয়া সমুদ্র যাত্রা করা হইবে, মৎস্য আহরণ করা হউক বা না হউক, উক্ত সমুদ্র যাত্রার অনুমতিপত্রে উল্লিখিত মেয়াদ অবসানে সংশ্লিষ্ট সমুদ্র যাত্রার অনুমতিপত্রের কার্যকারিতা সমাপ্ত হইবে এবং পরবর্তী সমুদ্র যাত্রার জন্য পুনরায় নূতন করিয়া আবেদন করিতে হইবে।

(১১) প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে সমুদ্র যাত্রার অনুমতিপত্রের মেয়াদ সমাপ্ত হইবার পূর্বে বন্দরে আগমনের আবশ্যকতা দেখা দিলে বন্দরে আগমনের অন্যূন ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টা পূর্বে সংশ্লিষ্ট মৎস্য নৌযানের অবস্থান উল্লেখ করিয়া পরিচালক বরাবরে আগমনী বার্তা প্রেরণ করিতে হইবে এবং উক্ত ক্ষেত্রে আহরিত মৎস্য খালাস না করিয়া, পরিচালক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট হইতে সংশ্লিষ্ট সমুদ্র যাত্রার অনুমতিপত্রে প্রত্যয়ন গ্রহণপূর্বক, অবশিষ্ট দিনের জন্য পুনরায় সমুদ্র যাত্রা করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ কোনো প্রত্যয়ন প্রদান করা হইলে উহা পরিচালককে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে;

আরও শর্ত থাকে যে, আহরিত মৎস্য খালাস করিতে চাহিলে বা খালাস করা হইলে বিদ্যমান সমুদ্র যাত্রার অনুমতিপত্রের মেয়াদ সমাপ্ত হইবে।

(১২) জরুরি প্রয়োজনে বা সরকারি ছুটি বা অফিস বন্ধের সময় বন্দরে প্রত্যাবর্তনের অন্যূন ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টা পূর্বে মোবাইল বার্তা বা ই-মেইলযোগে স্কিপার কর্তৃক পরিচালক বরাবরে আগমনী বার্তা প্রেরণ করিতে হইবে।

১৯। **আহরিত মৎস্য সংরক্ষণ ও বহনের পদ্ধতি, ইত্যাদি।**—(১) মৎস্য নৌযানে, মৎস্য আহরণসহ নৌযানের ডকে খালাস করা হইতে শীতলীকরণ ও সর্বশেষ অবতরণ কেন্দ্রে অবতরণ হওয়া পর্যন্ত, মৎস্যের খাদ্য উপযোগিতা বজায় রাখিবার ব্যবস্থা হিসাবে সংশ্লিষ্ট মৎস্য বরফায়িত, হিমায়িত বা শীতলীকরণ করিতে হইবে।

(২) বাণিজ্যিক মৎস্য নৌযানে প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং প্যাকিং করিবার ব্যবস্থা থাকিলে, অর্থাৎ ফ্যাক্টরি মৎস্য নৌযান হইলে, এই বিধিমালা জারি হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, উহার মালিক কর্তৃক প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি, প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থ, প্রক্রিয়াকরণের পরিমাণগত ক্ষমতা, টেকনিক্যাল লোকবল, ইত্যাদি বিষয় উল্লেখপূর্বক প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটের একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন পরিচালক বরাবর দাখিল করিতে হইবে।

(৩) পরিচালক, উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রতিবেদন দাখিল করা হইলে, প্রয়োজনে, সরেজমিনে পরিদর্শন করিয়া উক্ত প্রতিবেদন সত্যায়ন করিবেন এবং সত্যায়নকৃত প্রতিবেদনের কপি রাখিয়া মালিককে উহার একটি অনুলিপি প্রদান করিবেন।

(৪) প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটের প্রক্রিয়া পদ্ধতি বা সক্ষমতার কোনো পরিবর্তন করা হইলে উহা মৎস্য নৌযানের মালিক কর্তৃক স্থানীয় উপ-পরিচালক (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ)-কে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে এবং উক্ত উপ-পরিচালক উক্তরূপে অবহিত হইলে তিনি তাহা লিখিতভাবে পরিচালককে অবহিত করিবেন।

(৫) বাণিজ্যিক মৎস্য নৌযানের স্কিপারকে, নির্দিষ্টকৃত ফরমে, প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটসহ প্রক্রিয়াজাতকৃত মৎস্যের পৃথক লগে পরিচালক বরাবরে প্রতিবেদন দাখিল করিতে হইবে।

(৬) ফ্রিজার বাণিজ্যিক মৎস্য নৌযান কর্তৃক আহরিত মৎস্য প্যাকেটজাত করা হইলে প্রত্যেক প্যাকেটের গাঁয়ে মৎস্য নৌযানের নাম, আহরিত ও প্যাকেটকৃত মৎস্যের প্রজাতি এবং গ্রেড ও ভয়েজ নম্বর উল্লেখ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, একটি প্যাকেটে ১৫ (পনেরো) কেজি'র অধিক পরিমাণ মৎস্য প্যাকেটজাত করা যাইবে না।

(৭) আইস ট্রলারে বরফ ও মৎস্যের সর্বনিম্ন অনুপাত হইবে ১:১ এবং প্রতিটি ঝুড়ি বা বাস্কেটের ধারণ ক্ষমতা হইবে বরফসহ সর্বোচ্চ ২৮ (আটাশ) কেজি।

(৮) এই বিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সমুদয় আহরিত মৎস্য বা প্রক্রিয়াজাত মৎস্য রপ্তানিযোগ্য হইলে আমদানিকারী দেশ যে পদ্ধতি বা প্রকারে উহা সংরক্ষণ বা পরিবহনের জন্য চাহিদা প্রদান করিবে সেই পদ্ধতি বা প্রকারে মৎস্য সংরক্ষণ ও পরিবহন করিতে হইবে।

২০। **আহরিত মৎস্য সম্পর্কে তথ্য সংরক্ষণ, ইত্যাদি।**—(১) সমুদ্র যাত্রার অনুমতিপ্রাপ্ত মৎস্য নৌযানের মালিক বা তাহার প্রতিনিধিকে আহরণকৃত মৎস্য সংক্রান্ত বিবরণী এবং বিক্রয় সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য, নির্দিষ্টকৃত ফরম ও পদ্ধতিতে, সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং পরিচালক উক্ত বিষয়ে কোনো তথ্য যাচনা করিলে উক্ত তথ্য সরবরাহ করিতে হইবে।

(২) পরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মৎস্য নৌযান কর্তৃক মৎস্য সংরক্ষণ পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হইতেছে কিনা তাহা যাচাই করিতে পারিবেন এবং যাচাইকালে কোনো ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হইলে, আইনের ধারা ১৭ এর উপ-ধারা (২) মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণসহ, উক্ত ব্যত্যয় সংশোধনের জন্য মালিককে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন এবং মালিক উহা সংশোধনে বাধ্য থাকিবেন।

(৩) কোনো মৎস্য নৌযান উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত ব্যত্যয় সংশোধন না করিলে তাহার অনুকূলে পরবর্তী সমুদ্র যাত্রার অনুমতি প্রদান করা যাইবে না।

২১। **নৌ চলাচলের জলপথ** ।—(১) সরকার বা সরকারের উপযুক্ত কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, প্রজ্ঞাপন বা অন্য কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট দ্বারা, বাণিজ্যিক নৌযান বা পণ্য পরিবাহী নৌযান বা বাংলাদেশ নৌবাহিনী বা বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের নৌযানের জন্য নৌ চলাচলের জলপথ নির্দিষ্ট করা হইলে, পরিচালক সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপন বা ইনস্ট্রুমেন্টের কপি অধিদপ্তরের ওয়েবপেজে আপলোড করিবেন এবং উক্ত জলপথে মৎস্য আহরণের জাল পাতিয়া বা যন্ত্রপাতি স্থাপন করিয়া বা মৎস্য নৌযান রাখিয়া বিঘ্ন সৃষ্টি করা যাইবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত জলপথ সম্পর্কে কোনো আপত্তি থাকিলে মৎস্য নৌযানের মালিক বা মালিক সমিতির নিবন্ধিত সংগঠন বিষয়টি পরিচালকের নিকট লিখিতভাবে জানাইতে পারিবেন এবং বিষয়টি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি উহা মহাপরিচালকের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন মহাপরিচালকের নিকট কোনো আপত্তি প্রেরিত হইলে তিনি, ক্ষেত্রমত, সরকার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন এবং আবেদনকারীকে অবহিত করিবেন।

ব্যাখ্যা।—এই বিধিতে উল্লিখিত "**নৌ চলাচলের জলপথ**" অর্থ সরকার বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত বা চিহ্নিত অথবা দীর্ঘকাল ধরিয়া মৎস্য নৌযান বা অন্য যে কোনো নৌযান কর্তৃক সমুদ্রে নৌ চলাচলের জন্য ব্যবহৃত জলপথ।

২২। **বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য জলসীমায় বিদেশি মৎস্য নৌযানের প্রবেশে বাধা-নিষেধ।**—(১) লাইসেন্স ব্যতীত কোনো বিদেশি মৎস্য নৌযান আইনের ধারা ২৩(২) এ বর্ণিত কারণে বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য জলসীমায় প্রবেশ করিতে বাধ্য হইলে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে অথবা রেডিওবার্তা, ফ্যাক্স বা ই-মেইলযোগে পরিচালক বরাবর জাহাজের নাম, মালিকের নাম ও ঠিকানা, রেজিস্ট্রেশন নম্বর, যাত্রা শুরুর বন্দর ও দেশের নাম, বন্দর রেজিস্টার, গন্তব্য বন্দর ও দেশের নাম, নৌযানে আহরিত মৎস্যের (যদি থাকে) অবস্থা ও পরিমাণ সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত এবং জাহাজে

কর্মরত স্কিপার, নাবিক বা নৌশ্রমিক ব্যতীত অন্য কোনো যাত্রী বা অবৈধ কোনো তরল, বায়বীয় বা কঠিন পদার্থ নাই এবং নৌযানটি অবৈধ, অনুল্লিখিত ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণের অভিযোগে অভিযুক্ত বা তালিকাভুক্ত নহে মর্মে ঘোষণাসহ প্রবেশের কারণ উল্লেখ করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন অবহিত হইবার পর পরিচালক তাৎক্ষণিকভাবে সমুদ্রে কর্মরত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিদেশি মৎস্য নৌযান সরেজমিনে যাচাই করিবেন এবং, যাচাই প্রতিবেদন প্রাপ্ত হইবার পর, যেভাবে অনুরোধ প্রাপ্ত হইয়াছেন সেইভাবেই অবস্থানের মেয়াদ এবং উপযুক্ত শর্ত উল্লেখপূর্বক উহাকে বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য জলসীমায় প্রবেশের জন্য অনুমতি প্রদান করিতে অথবা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে পারিবেন এবং, সিদ্ধান্ত যাহাই হউক, আদেশের কপি সরকার, মহাপরিচালক, বন্দর কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনীর স্থানীয় কমান্ডারকে অবহিত করিবেন।

(৩) পরিচালক, উপ-বিধি (২) এর অধীন অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া কোনো বিদেশি মৎস্য নৌযান বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য জলসীমায় প্রবেশ করিয়া বন্দরে নোঙ্গর করিলে, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সংশ্লিষ্ট নৌযান পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন প্রদানের জন্য আদেশ প্রদান করিবেন।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন পরিচালিত পরিদর্শনে আইন ও এই বিধিমালার পরিপন্থি কোনো মৎস্য, সরঞ্জামাদি, কোনো যাত্রী, বন্যপ্রাণি বা অবৈধভাবে আহরিত মৎস্য পাওয়া গেলে পরিচালক উক্ত নৌযানের বিরুদ্ধে আইনের ধারা ২৫ এর বিধান অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৫) উপ-বিধি (২) এর অধীন নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত অবস্থানের অনুমতিপ্রাপ্ত কোনো বিদেশি মৎস্য নৌযান মেয়াদ উত্তীর্ণের পর অবস্থান করিলে পরিচালক উক্ত নৌযান আটক করিয়া উহাতে অবস্থানরত ব্যক্তিদের তালিকা প্রস্তুত করিয়া মহাপরিচালকের মাধ্যমে সরকারের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং এতদবিষয়ে সরকারের নিকট হইতে পরবর্তী নির্দেশনা না পাওয়া পর্যন্ত উক্ত ব্যক্তিবর্গকে সংশ্লিষ্ট নৌযানে আটকের আদেশ প্রদান করিবেন এবং সরকারের নির্দেশনা প্রাপ্তির পর তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

২৩। **সামুদ্রিক মৎস্য জলসীমায় মৎস্য সম্পর্কিত গবেষণা বা জরিপ কাজ, ইত্যাদি।**—(১) বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য জলসীমায় কোনো গবেষণা মৎস্য নৌযান দ্বারা মৎস্য সম্পর্কিত গবেষণা বা জরিপ কাজ পরিচালনা করিবার জন্য বাংলাদেশের কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা নিম্নবর্ণিত দলিলাদিসহ হার্ডকপিতে বা ইমেইলে পরিচালক বরাবর আবেদন করিতে পারিবেন, যথা:—

(ক) গবেষণা মৎস্য নৌযানের হালনাগাদ রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও উহার সমুদ্রগামীতার উপযুক্ততা বিষয়ে বিবরণী;

(খ) গবেষণার বিষয় মৎস্য সম্পদ বা উহার কোনো প্রজাতি হইলে উহার নাম বা জরিপের জন্য হইলে উহার এলাকাসহ গভীরতার বিবরণী;

(গ) গবেষণা বা জরিপের উদ্দেশ্য;

(ঘ) বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য জলসীমায় গবেষণা বা জরিপের জন্য অবস্থানকাল;

(ঙ) গবেষণা বা জরিপের তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি;

(চ) নৌযানে থাকা বিজ্ঞানীদের নাম ও শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং কর্মরত প্রতিষ্ঠানের নাম ও কর্মকাল;

(ছ) মৎস্য আহরণ, গবেষণা ও জরিপ কাজে ব্যবহারযোগ্য যন্ত্রাদির নামসহ সক্ষমতার বিবরণী;

(জ) বাংলাদেশ বা অন্য কোনো দেশের সামুদ্রিক মৎস্য জলসীমায় ইতঃপূর্বে কোনো গবেষণা পরিচালনা করা হইলে সর্বশেষ গবেষণার বিবরণী;

(ঝ) সংশ্লিষ্ট গবেষণা মৎস্য নৌযান বাংলাদেশের যে বন্দরে নোঙর করিয়া অবস্থান করিতেছে এবং পরবর্তীতে অবস্থান করিবে উহার নাম; এবং

(ঞ) গবেষণা মৎস্য নৌযানে বিদেশি বিজ্ঞানী থাকিলে তাহার বিস্তারিত পরিচিতি (Curriculum Vitae), পাসপোর্ট ও ভিসার মেয়াদ এবং উক্ত কাজের জন্য অনাপত্তিপত্রের প্রয়োজন হইলে সংশ্লিষ্ট অনাপত্তিপত্র।

(২) বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য জলসীমায় গবেষণা মৎস্য নৌযানকে মৎস্য সম্পর্কিত গবেষণা বা জরিপ কাজ পরিচালনা করিবার অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্ত আরোপযোগ্য হইবে, যথা:—

(ক) নির্দেশিত সামুদ্রিক মৎস্য এলাকার বাহিরে গবেষণা নৌযান পরিচালনা বা তথ্য সংগ্রহ করা যাইবে না;

(খ) প্রাপ্ত তথ্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ব্যতীত বা, উহার লিখিত অনুমতি ব্যতীত, অন্য কোনো মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা বা ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করা যাইবে না;

(গ) কম্পিউটার বা তথ্য সংরক্ষণ করা যায় এইরূপ যন্ত্রাদি সংশ্লিষ্ট গবেষণা নৌযানের বাহিরে লইয়া যাওয়া যাইবে না;

(ঘ) আহরিত তথ্য অন্য কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার নিকট হস্তান্তর করা হইবে না মর্মে স্কিপার বা গবেষণা দলের প্রধানের একটি এফিডেভিট দাখিল করিতে হইবে;

(ঙ) গবেষণা বা জরিপকালীন যে কোনো সময়, কারণ উল্লেখ ব্যতীত, বাংলাদেশের জলসীমা ত্যাগ করিতে সরকার কর্তৃক আদেশপ্রাপ্ত হইলে, কোনো ক্ষতিপূরণ দাবি ব্যতীত, আহরিত তথ্য সমর্পণপূর্বক অথবা, সমর্পণ না করিলে, সরকার কর্তৃক যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে তথ্য উদ্ধারের পর, আদেশে বর্ণিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট নৌযানকে বাংলাদেশের জলসীমা ত্যাগ করিতে হইবে।

(৩) পরিচালক, উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর, স্টেকহোল্ডারদের মতামত গ্রহণপূর্বক, গবেষণা বা জরিপের কর্মসূচি এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত শর্তের অতিরিক্ত শর্ত সংযুক্ত করিবে এবং, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা সংস্থাকে অবহিত রাখিয়া, বাংলাদেশের মৎস্য জলসীমায় গবেষণা বা জরিপ কার্য পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সংস্থাকে লিখিতভাবে অনুমতি প্রদান করিবেন।

(৪) কোনো দপ্তর বা সংস্থা গবেষণা বা জরিপের জন্য কোনো বিদেশি গবেষণা নৌযান আনয়ন করিলে এই বিধির অধীন প্রযোজ্য সকল নির্দেশনা অনুসরণ করিতে হইবে।

২৪। **বিদেশি গবেষণা মৎস্য নৌযানের আইনগত বাধ্যবাধকতা হইতে অব্যাহতির আবেদন, ইত্যাদি।**—(১) কোনো বিদেশি গবেষণা মৎস্য নৌযান বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য জলসীমায় মৎস্য সম্পদের উপর জরিপ বা গবেষণা কাজের জন্য সরাসরি কোনো গবেষণা কাজ পরিচালনা করিতে পারিবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকারের কোনো মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর বা সংস্থার সহিত কোনো চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক সম্পাদিত হইলে, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ও শর্তাধীনে, কোনো বিদেশি গবেষণা মৎস্য নৌযান বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য জলসীমায় মৎস্য সম্পদের উপর জরিপ বা গবেষণা কাজ পরিচালনা করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর বা সংস্থাকে, বিদেশি গবেষণা মৎস্য নৌযানের পক্ষে, নিম্নবর্ণিত দলিলাদিসহ সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বরাবর আবেদন করিতে হইবে, যথা:—

(ক) চুক্তি বা সমঝোতা স্মারকের কপি;

(খ) বিদেশি গবেষণা নৌযানের হালনাগাদ রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও উহার সক্ষমতা ও অভিজ্ঞতার বিবরণী;

(গ) গবেষণা বা জরিপের বিষয় মৎস্য সম্পদ বা উহার কোনো প্রজাতি হইলে উহার নাম এবং এলাকার পরিচিতিসহ গভীরতার বিবরণী;

(ঘ) গবেষণা বা জরিপের উদ্দেশ্য;

(ঙ) বাংলাদেশে সামুদ্রিক মৎস্য জলসীমায় অবস্থানকাল;

(চ) সংশ্লিষ্ট নৌযান যে দেশের পতাকাবাহী উহার নাম;

(ছ) তথ্য সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি;

(জ) গবেষণা মৎস্য নৌযানের বিদেশি বিজ্ঞানীদের বিস্তারিত পরিচিতি (Curriculum Vitae), পাসপোর্ট ও ভিসার মেয়াদ এবং উক্ত কাজের জন্য অনাপত্তিপত্রের প্রয়োজন হইলে সংশ্লিষ্ট অনাপত্তিপত্র এবং, ক্ষেত্রমত, দেশি বিজ্ঞানীদের নাম, জাতীয়তা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং কর্মরত প্রতিষ্ঠানের নাম ও কর্মকাল;

(ঝ) মৎস্য আহরণ, গবেষণা ও জরিপকাজে ব্যবহারযোগ্য যন্ত্রাদির নাম ও সক্ষমতার বিবরণী;

(ঞ) সর্বশেষ যে দেশে এবং যে সামুদ্রিক এলাকায় গবেষণা বা জরিপ কাজ পরিচালনা করা হইয়াছে উহার নাম;

(ট) গবেষণা বা জরিপ কাজের ব্যয় বহনকারী মন্ত্রণালয় ও সংস্থার নাম;

(ঠ) গবেষণা বা জরিপ কাজ হইতে প্রাপ্ত তথ্য সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণের নীতিমালা বা গাইডলাইন, যদি থাকে;

(ড) সংশ্লিষ্ট নৌযান যে বন্দরে নোঙর করিয়া অবস্থান করিবে।

(৩) বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য জলসীমায় বিদেশি গবেষণা মৎস্য নৌযানকে মৎস্য সম্পদের উপর জরিপ বা গবেষণা কাজ পরিচালনা করিবার অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্ত আরোপযোগ্য হইবে, যথা:—

(ক) নির্দেশিত সামুদ্রিক মৎস্য এলাকার বাহিরে গবেষণা মৎস্য নৌযান পরিচালনা বা তথ্য সংগ্রহ করা যাইবে না;

(খ) গবেষণা বা জরিপ কাজ হইতে প্রাপ্ত তথ্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ব্যতীত বা, উহার লিখিত অনুমতি ব্যতীত, অন্য কোনো মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা বা ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করা যাইবে না;

(গ) নৌযানের কোনো কম্পিউটার বা তথ্য সংরক্ষণ করা যায় এমন যন্ত্রাদি নৌযানের বাহিরে লওয়া যাইবে না;

(ঘ) আহরিত তথ্য হস্তান্তর করা হইবে না মর্মে সংশ্লিষ্ট নৌযানের স্কিপার বা গবেষণা প্রধানের একটি এফিডেভিট দাখিল করিতে হইবে;

(ঙ) সংশ্লিষ্ট নৌযানে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত ন্যূনতম এক-তৃতীয়াংশ বাংলাদেশি বিজ্ঞানী থাকিবে এবং তাহাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্ত উক্ত নৌযানে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে;

(চ) গবেষণা বা জরিপকালীন যে কোনো সময়, কারণ উল্লেখ ব্যতীত, বাংলাদেশের জলসীমা ত্যাগ করিতে সরকার কর্তৃক আদেশপ্রাপ্ত হইলে, কোনো ক্ষতিপূরণ দাবী ব্যতীত, আহরিত তথ্য সমর্পণপূর্বক অথবা, সমর্পণ না করিলে, সরকার কর্তৃক যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে তথ্য উদ্ধারের পর, আদেশে বর্ণিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট নৌযানকে বাংলাদেশের জলসীমা ত্যাগ করিতে হইবে;

(ছ) সংশ্লিষ্ট নৌযানকে বাংলাদেশের মৎস্য জলসীমায় প্রবেশের ন্যূনতম ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘন্টা পূর্বে মহাপরিচালক বরাবর রেডিওবার্তা, ই-মেইল বা ফ্যাক্সযোগে আগমনী বার্তা প্রদান করিতে হইবে এবং মহাপরিচালক উক্ত বার্তা প্রাপ্ত হইলে সরকার, সংশ্লিষ্ট বন্দর কর্তৃপক্ষ, নৌবাহিনী, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষ এবং ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট নৌযান বাংলাদেশের জলসীমা ত্যাগ করিবার সময়েও একইভাবে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করিতে হইবে।

(৪) সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, উপ-বিধি (২) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর, স্টেকহোল্ডারদের মতামত গ্রহণপূর্বক, গবেষণা বা জরিপের কর্মসূচি এবং প্রযোজ্য শর্ত নির্ধারণ করিবে এবং, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা সংস্থাকে অবহিত রাখিয়া, বিদেশি গবেষণা মৎস্য নৌযান কর্তৃক বাংলাদেশের জলসীমায় মৎস্য সম্পদের উপর জরিপ বা গবেষণা কার্য পরিচালনার জন্য বিদেশি গবেষণা মৎস্য নৌযানের পক্ষে আবেদনকারী মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর বা সংস্থাকে লিখিতভাবে অনুমতি প্রদান করিবেন।

(৫) বিদেশি মৎস্য নৌযানকে প্রযোজ্য শুল্ক, কর, ইমিগ্রেশন, স্বাস্থ্য, সমুদ্রোপযোগিতা এবং নিরাপত্তা সনদ সম্পর্কিত আইন দ্বারা আরোপিত বাধ্যবাধকতা বা অবশ্য পালনীয় শর্ত প্রতিপালন হইতে অব্যাহতি প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হইলে সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা সংস্থা প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করিবে।

(৬) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ কোনো দপ্তর সংস্থা গবেষণা বা জরিপের জন্য কোনো বিদেশি গবেষণা নৌযান আনয়ন করিলে এই বিধির প্রযোজ্য সকল নির্দেশনা অনুসরণ করিতে হইবে।

২৫। বাংলাদেশের মৎস্য জলসীমায় গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি সম্পর্কিত ব্যবস্থা।—(১) বাংলাদেশের মৎস্য জলসীমায় আইনের অধীনে বাংলাদেশের কোনো নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হইলে, গ্রেপ্তারের কারণ উল্লেখ করিয়া গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির সার্বিক পরিচয়সহ সংশ্লিষ্ট তথ্য বেতার বা ই-মেইল এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে পরিচালককে অবহিত করিতে হইবে এবং পরিচালক প্রাপ্ত তথ্যসহ এখতিয়ারসম্পন্ন স্থানীয় নৌ পুলিশ থানা বা থানায় সাধারণ ডায়েরি বা এজাহার (এফআইআর) দায়ের করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিসহ বন্দরে আগমনের পর, সংশ্লিষ্ট নৌযানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করিয়া, গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের, পরিচালক কর্তৃক নির্দেশিত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে, সংশ্লিষ্ট থানায় সোপর্দ করিবেন এবং এফআইআর দায়ের করিবেন।

(৩) বাংলাদেশের মৎস্য জলসীমায় আইনের অধীনে বাংলাদেশের কোনো নাগরিককে, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে আটক করা হইলে, তিনি উক্ত তথ্য বেতার বা ই-মেইল এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে পরিচালককে অবহিত করিবেন এবং পরিচালক, প্রাপ্ত তথ্যসহ, এখতিয়ারসম্পন্ন নৌ পুলিশ থানা বা থানায় সাধারণ ডায়েরি বা এজাহার (এফআইআর) করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৪) বাংলাদেশের নাগরিক নহে এইরূপ কোনো বিদেশি নাগরিককে বাংলাদেশের মৎস্য জলসীমায় আইনের অধীনে গ্রেপ্তার করা হইলে, গ্রেপ্তারের কারণ উল্লেখ করিয়া গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির সার্বিক পরিচয়সহ, সংশ্লিষ্ট তথ্য বেতার বা ই-মেইল এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে পরিচালককে অবহিত করিতে হইবে এবং পরিচালক, মহাপরিচালকের মাধ্যমে, বিষয়টি জরুরি ভিত্তিতে সরকারকে অবহিত করিবেন এবং সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

২৬। **বাজেয়াপ্তকৃত মৎস্য নৌযান সম্পর্কিত ব্যবস্থা, ইত্যাদি।**—(১) আদালতের আদেশ বা রায়ে বাজেয়াপ্তকৃত মৎস্য নৌযান এবং উহার আসবাবপত্র, আনুষঙ্গিক বস্তু, মালামাল, কার্গো, মৎস্য আহরণের গিয়ার, জাল বা অন্যান্য সরঞ্জাম, বিস্ফোরক, বিষ বা অন্যান্য ক্ষতিকর পদার্থসহ মৎস্য হইতে বিক্রয়লব্ধ অর্থ নিষ্পত্তির জন্য যেরূপ নির্দেশনা থাকিবে পরিচালক সেইরূপে উহা নিষ্পত্তি করিবেন এবং উক্ত বিষয়ে প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক মহাপরিচালকের মাধ্যমে সরকারের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট আদালতকে অবহিত করিবেন।

(২) কোনো উপযুক্ত আদালত উহার আদেশ বা রায়ে উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত বস্তু বা দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করিয়া নিষ্পত্তির জন্য পরিচালকের নিকট কেবল জিম্মা প্রদান করিলে তিনি উহাদের জিম্মা গ্রহণপূর্বক মহাপরিচালককে অবহিত করিবেন।

(৩) সংরক্ষণ করা ব্যয়বহুল বা দ্রুত পচনশীল বা বিপদজনক অথবা নৌযানের বাহিরে সংরক্ষণের স্থান নাই বা নৌযানে রাখিলে খোয়া যাইতে পারে, এইরূপ আসবাবপত্র, আনুষঙ্গিক বস্তু, মালামাল, কার্গো, মৎস্য আহরণের গিয়ার, জাল বা অন্যান্য সরঞ্জাম, বিস্ফোরক, বিষ বা অন্যান্য ক্ষতিকর পদার্থ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্দিষ্টকৃত পদ্ধতিতে নিলামের মাধ্যমে সর্বোচ্চ দরদাতার নিকট বিক্রয় করা যাইবে, তবে উক্ত জাল বা অন্যান্য সরঞ্জাম, বিস্ফোরক, বিষ বা অন্যান্য ক্ষতিকর পদার্থ ব্যবহার, সংরক্ষণ বা অধিকারে রাখা দন্ডনীয় অপরাধ হইলে, নিকটবর্তী থানাকে অবহিত রাখিয়া, উহা মাটির নিচে পুতিয়া বা পোড়াইয়া ধ্বংস করিতে হইবে।

(৪) আটক নৌযানে খাদ্য উপযোগি মৎস্য থাকিলে, এবং উক্ত মৎস্য আহরণ, সংরক্ষণ, পরিবহন বা অধিকারে রাখা আইনত নিষিদ্ধ না হইলে, পরিমাণের উপর নির্ভর করিয়া উহা কোনো স্থানীয় দুঃস্থ মানুষ অথবা সরকারি বা সরকার অনুমোদিত কোনো এতিমখানা বা শিশুসদনে প্রদান করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপে বিতরণ স্বত্ত্বেও যদি অতিরিক্ত এইরূপ পরিমাণে অবশিষ্ট থাকে যে, বিক্রয় ব্যতীত উহা নিষ্পন্ন করা সম্ভব নয়, তবে উহা তাৎক্ষণিক নিলামের মাধ্যমে সর্বোচ্চ দরদাতার নিকট বিক্রয় করা যাইবে।

(৫) আটক নৌযানের মৎস্য খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের অনুপোযুক্ত হইবে বলিয়া পরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিশ্চিত হইলে এবং উক্ত মৎস্য আহরণ, সংরক্ষণ, পরিবহন বা অধিকারে রাখা আইনত নিষিদ্ধ হইলে উহা মাটিতে গর্ত করিয়া পুতিয়া ফেলিয়া ধ্বংস করিতে হইবে।

(৬) বাজেয়াপ্তকৃত মৎস্য নৌযান ভাঙ্গার যোগ্য মর্মে মহাপরিচালকের নিকট হইতে নির্দেশ প্রাপ্ত হইলে পরিচালক উহা সর্বোচ্চ দরদাতার অনুকূলে নিলাম বিক্রয় করিয়া নিষ্পত্তি করিবেন এবং উক্তরূপ নিষ্পত্তিকৃত নামের নৌযানের বিপরীতে কোনো লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র প্রদান করা যাইবে না।

(৭) উপ-বিধি (৩), (৪), (৫) ও (৬) এর অধীনে ব্যবস্থা গ্রহণ বিষয়ে মহাপরিচালক এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, আদালতকে অবহিত করিতে হইবে।

২৭। **অবৈধভাবে আহরিত মৎস্য।**—আইনের ধারা ৪০ এর বিধান মোতাবেক অবৈধভাবে আহরিত মৎস্য বিধি ২৬ এর বিধান অনুসারে নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

২৮। **প্রশাসনিক আপিল।**—(১) পরিচালকের কোনো আদেশ দ্বারা কোনো ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি সংশ্লিষ্ট আদেশের কপি সংযুক্ত করিয়া সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বরাবর লিখিতভাবে হার্ডকপি অথবা ই-মেইলে আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিচালকের সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত নথি তলব করিবেন এবং, প্রয়োজনে, শুনানি গ্রহণের জন্য আবেদনকারীকে নোটিশ প্রদান করিবেন।

(৩) সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদনের প্রেক্ষিতে, শুনানি গ্রহণ করা হউক বা না হউক, সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক উক্ত সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে আবেদনকারী এবং মহাপরিচালক ও পরিচালককে অবহিত করিবেন।

২৯। **প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ ও আদায়।**—(১) পরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আইনের বিধান লঙ্ঘনজনিত প্রশাসনিক জরিমানা আরোপের আদেশ সংশ্লিষ্ট দোষী ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিকভাবে ফরম-১২ এর মাধ্যমে অবহিত করিবেন এবং, উক্ত ফরমে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে আরোপিত প্রশাসনিক জরিমানা পরিশোধ করা না হইলে অথবা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রশাসনিক আপিল দায়ের করা না হইলে, আইনের ধারা ৫৪ এর উপ-ধারা (২) এর বিধান অনুযায়ী আরোপিত জরিমানা আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) আইন ও এই বিধিমালার বিধান লংঘনজনিত কারণে কোনো মৎস্য নৌযানের আহরিত মৎস্য সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হইল এবং বাজেয়াপ্তকৃত মৎস্য আইন ও এই বিধিমালা মোতাবেক নিষ্পন্ন করা হইলে, প্রশাসনিক আপিলের আদেশ যাহাই হউক, বাজেয়াপ্তকৃত মৎস্য বা উহার মূল্য প্রত্যার্পণ করা হইবে না বা ক্ষতিপূরণ প্রদেয় হইবে না অথবা দাবি করা যাইবে না।

৩০। **ফি নির্ধারণ।**—সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, মৎস্য নৌযানের মৎস্য আহরণের ক্ষমতা ও শ্রেণি অনুযায়ী লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন, সমুদ্র যাত্রার অনুমতিপত্র ও নবায়ন, নৌযানের নাম পরিবর্তন এবং অবৈধ, অনুল্লিখিত ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণমুক্ত সনদসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ফি নির্ধারণ ও পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

৩১। **মহাপরিচালকের নির্দেশ জারির ক্ষমতা, ইত্যাদি।**—(১) মহাপরিচালক, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নবর্ণিত বিষয়ে, এই বিধিমালা জারির অনধিক ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে, নির্দেশ জারি করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) মৎস্য আহরণের জন্য মৎস্য বা মৎস্যের প্রজাতিভেদে জাল বা বড়শি তৈরির উপকরণ বা আকার এবং জালের ফাঁসের প্রকার ও আকার;

(খ) মৎস্য আহরণের সরঞ্জামাদি স্থানীয়ভাবে তৈরি বা আমদানির অনুমতি প্রদান;

(গ) পরিবেশবান্ধব উপায়ে মৎস্য আহরণ না করিবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সরঞ্জামাদি পরিত্যাগ ও উহা নিষ্পত্তিকরণ বা ধ্বংসকরণ;

(ঘ) Sonar বা চলমান মৎস্য দল চিহ্নিতকণের পদ্ধতি এবং সরঞ্জামাদি সংগ্রহ, সংযোজন ও ব্যবহার;

(ঙ) মৎস্য নৌযানে জনবলের প্রকৃতি ও সংখ্যা;

(চ) আহরিত মৎস্য সংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থাপনা;

(ছ) বাইক্যাচ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদ্ধতি ব্যবহার;

(জ) টোপের ধরন বা প্রকৃতি;

(ঝ) মৎস্য নৌযান ও মৎস্য আহরণ পর্যবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি;

(ঞ) মৎস্য নৌযানে স্কিপার, ক্রু, চালক এবং শ্রমিক নিয়োগের শর্তাবলি; এবং

(ট) সরকারের নির্দেশনা বা আইন ও এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অন্য যে কোনো বিষয়।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন জারীকৃত নির্দেশ এই বিধিমালার ন্যায় একইরূপ বাধ্যবাধকতা তৈরী করিবে এবং প্রয়োগযোগ্য হইবে।

(৩) তফসিলে উল্লিখিত ফরম ব্যতীত এই বিধিমালার বিধান বাস্তবায়নের জন্য অন্য যে সকল ফরমের প্রয়োজন হইবে, মহাপরিচালক সেই সকল ফরম প্রস্তুত করিয়া প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশ ও কার্যকর করিতে পারিবেন এবং উক্ত ফরমসমূহ এই বিধিমালার অংশ হিসাবে গণ্য হইবে।

৩২। **মৎস্য নৌযান সনাক্তকরণ চিহ্ন।**—(১) প্রত্যেক বাণিজ্যিক মৎস্য ট্রলারের নামের পূর্বে উজ্জ্বল আলো প্রতিফলনকারী (Retroreflective) রং দ্বারা নৌযানের সামনের দিকে বামপাশে বাংলায় ও ডানপাশে ইংরেজিতে FV (Fishing Vessel) লিখিতে হইবে এবং যান্ত্রিক ও আর্টিসানাল নৌযানের নামের পূর্বে খোদাই করিয়া দৃশ্যমান আকারে নৌযানের সামনের দিকে বামপাশে বাংলায় এবং ডানপাশে ইংরেজিতে FB (Fishing Boat) লিখিত হইবে।

(২) মিডওয়াটার ট্রলিং করে এইরূপ বাণিজ্যিক ট্রলারের ব্রীজরুমের বাহিরে দৃশ্যমান অংশে MWT, চিংড়ি ট্রলারে ST এবং মৎস্য ট্রলারে FT লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৩) সকল মৎস্য নৌযানে প্রদত্ত সনাক্তকরণ চিহ্ন এমনভাবে প্রদর্শন করিতে হইবে যাহাতে উহা সহজেই দৃশ্যমান হয়।

(৪) ধরন অনুযায়ী যান্ত্রিক ও বাণিজ্যিক মৎস্য নৌযানের রং সরকার কর্তৃক এবং আর্টিসানাল নৌযানের রং মহাপরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৫) প্রত্যেক মৎস্য নৌযানে বাংলাদেশের পতাকা এমনভাবে বহন করিতে হইবে যাহাতে যে কোনো প্রান্ত হইতে উহা সহজেই দৃশ্যমান হয়।

(৬) এই বিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, মৎস্য নৌযান সনাক্তকরণের প্রয়োজনে অন্য কোনো প্রকার চিহ্ন অথবা ইলেকট্রনিক বা রেডিও ট্যাগ সংযোজন করিবার প্রয়োজন হইলে মৎস্য নৌযানে সরকার কর্তৃক নির্দেশিত চিহ্ন বা ট্যাগ বহন করিতে হইবে।

৩৩। **সংকেত প্রদান, ইত্যাদি।**—বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য জলসীমায় মৎস্য নৌযানসমূহের অন্যান্য নৌযান অথবা পরিচালক, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সহিত যোগাযোগ বা সংকেত প্রদান Inter-Governmental Maritime Consultative Organization Marine Safety Committee কর্তৃক প্রকাশিত International Code of Signals দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৩৪। **বিদেশি মৎস্য নৌযান কর্তৃক মৎস্য আহরণের সরঞ্জামাদি অকার্যকরণ।**—(১) লাইসেন্সবিহীন কোনো বিদেশি মৎস্য নৌযান বা বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য জলসীমায় মৎস্য আহরণের জন্য লাইসেন্স প্রাপ্ত নহে এইরূপ বিদেশি নৌযান বাংলাদেশের জলসীমায় প্রবেশ করিলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট নৌযানের মৎস্য আহরণের সকল সরঞ্জামাদি অকার্যকর অবস্থায় ডেকের নিচে অথবা অন্য কোনোভাবে অপসারণ করিয়া মজুদ করিবেন, যাহাতে উহা তাৎক্ষণিকভাবে মৎস্য আহরণের জন্য ব্যবহার না করা যায়।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত মৎস্য নৌযানের সকল জাল, ট্রল বোর্ড ও ওজনদার সামগ্রী টোয়িং বা হলিং তার, রশ্মি বা স্থীর কাঠামো হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) ও (৩) অনুসারে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইলে উক্ত বিষয়ে পরিচালক বরাবর লিখিত প্রতিবেদন দাখিল করিতে হইবে।

৩৫। **রহিতকরণ ও হেফাজতকরণ।**—(১) Marine Fisheries Rules, 1983, অতঃপর রহিতকৃত Rules বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিতকৃত Rules এর অধীন—

(ক) ইস্যুকৃত লাইসেন্স, কৃত কোনো কাজ, গৃহীত কোনো ব্যবস্থা বা সূচিত কোনো কার্যধারা এই বিধিমালার অধীন কৃত, গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) দায়েরকৃত কোনো মামলা বা কার্যধারা অনিষ্পন্ন বা চলমান থাকিলে উহা এমনভাবে নিষ্পত্তি করিতে হইবে বা চলমান থাকিবে যেন উক্ত Rules রহিত হয় নাই;

(গ) সম্পাদিত কোনো চুক্তি, দলিল বা ইনস্ট্রুমেন্ট এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উহা এই বিধিমালার অধীন সম্পাদিত হইয়াছে;

(ঘ) ইতোমধ্যে যে সকল মৎস্য নৌযানকে শ্রেণিতে বিভক্ত করা হইয়াছে উহা এই বিধিমালার অধীন সংশোধিত ও পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ ও কার্যকর থাকিবে।

(৩) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিতকৃত Rules এর অধীন প্রণীত বা জারীকৃত কোনো প্রজ্ঞাপন এবং প্রদত্ত কোনো আদেশ বা নির্দেশ, উক্তরূপ রহিতকরণের অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ থাকিলে, এই বিধিমালার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, উহা এই বিধিমালার অধীন প্রণীত, জারিকৃত এবং প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং উহা এই বিধিমালার অধীন রহিত, সংশোধিত বা পুনঃপ্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

৩৬। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।**—(১) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উহার ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) এই বিধিমালার বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

তফসিল

ফরম-১
[বিধি-৬(৬) দ্রষ্টব্য]

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Director
Department of Fisheries
Chattogram, Bangladesh
(www.fisheries.gov.bd)

Notification relating to Illegal, Unreported & Unregulated (IUU) Listed Fisheries Vessel

***No.**:_ _ _ . _ _ _ _ . _ _ _. _ _ _. _ _ _ Date: …......…………

I hereby declare the Fishing Vessel named ---has been omitted from the National Register of FV and listed as IUU fishing vessel on dated ----------------.

The details of the FV is given below:

(a)

Name:		Length:	
RFMO Vessel Name:		Depth:	
IMO Number:		Year of Build:	
Reg. No.:		Built in:	
Vessel Type:		Current Owner:	
Ports of registry:			
Gear Type:		Operator:	
Current Flag:		Last known position:	
IRCS:		Position date:	
MMSI No.:		Status:	
Gross Tonnage:		Status Date:	
Deadweight:		Service Provider:	

(b) Name history (if any):
(c) Flag history (if any):
(d) Owner history (If any):
(e) Operator history (If any):
(f) IRCS history (If any):
(g) National Flag history (If any):

Official round seal

Signature of the Director with date and seal

*N.B.: First four space – LIFV (Local Industrial fishing vessel/LMFV(Local mechanized fishing vessel) or FIFV (Foreign Fishing vessel, Next four space – National Fishing vessel register volume number, Next four spaces – Serial number in the volume, next four space – Year and next three space is for issue no.

ফরম-২

[বিধি-৮(১) দ্রষ্টব্য]

To

Director
Office of the Director (Marine)
Department of Fisheries
Chattogram.

Subject: Application for License of local Industrial Fishing Vessel.

Sir,

Here I/We request for a fishing license for the referred fishing boat. For this purpose information given as below and attached required documents. May I request you to take necessary action for issuing license in favour of me/us.

(1) Aquiring of ownership of the vessel:

According to approved specification	Locally manufactured/ / Licensed Fishing vessel purchased or Inherited

(2) Ownership details:

Nature of ownership	(a) Personal Proprietorship (b) Partnership (c) Cooperative society (d) Company (Private Ltd.)

(3) Owner's detail:

Name of owner, address, telephone, email (If not personal name of other partners, position in cooperative committee or position in the company):	

(4) About vessel:

Fishing Vessels Name	:		
IMO No.	:		
Registry Port	:		
Registration number and valid term	:		
Date of Certification of Inspection and valid term	:		
Radio Call Sign	:		
Frequency	:		
Fishing vessel	:	Length(m):	Width(m):
		Depth (m):	
		Gross tonnage:	
		Net tonnage:	
Engine details	:	Inboard engine number: Engine HP: Onboard engine horse power(HP):	
Date of built	:		
VMS or other technology for locating vessel is inbuilt and shareable with the director all along.(to be attached).	:		

(5) Fishing gears:

Desired fishing area	:	
Fishing Gear Type	:	(a) Trawling/Persaining/Long lining: (b) Mesh size or code of the net:
Fishing type	:	(a) Bottom trawling/Mid trawling/Upper trawling: (b) Nauplius/ brood shrimp catchable or not:
TED or any device or technique attached to avoid non-target fish	:	Yes/No, If yes please name the device or technique:

(6) Storing and processing of fishes:

Storing method	:	Icing/Chilling/Both:
Capacity	:	(a) Icing - (b) Chilling - (c) Total-
Processing and capacity	:	(a) removing scales,head and viscera- (b) Cleaning- (c) Packaging- (d) ready to cook- (e) Tolal-
Waste mangement	:	Printed statement on waste management to be attached:

(7) Miscellaneous:

License No. and Validity period, if purchased fishing boat is used and licensed	:	
Personal Safety equipment	:	
Last fishing time		…………………….. from ……………………. upto
Application Date	:	

We/I pledge that we shall be obliged to the relavent Acts, Rules, Orders and Notifications of Bangladesh in force and any other Order or Notification issued time to time by the Government of Bangladesh in this behalf.

Yours faithfully,

Applicant Signature, date and Seal (stamp)

The following documents or information should be attached with the application form:

(a) Applicant Nationality Certificate or National Id Card, in case of private limited company certificate of incorporation or in case of partnership authorization of the partners or in case of cooperative regulations for conducting business and authorization of representative.

(b) Legal documents for importing or making trawlers with approved specifications.

(c) Blank official pad with address, email and telephone number printed.

(d) Copy of Certificate of Registration and Certificate of Inspection issued by MMO.

(e) Proofs of ownership of fishing vessel.

(f) Original license of the purchased fishing vessel.

(g) TIN and VAT certificate of the owner.

(h) Insurance certificate against the vessel and the labour, sailor and skipper.

(i) If it is used fishing vessel whether purchsed or imported ownership history, flag history, registration, registry port history to be attached in differen paper with signature, date , seal and proof records.

(j) Receipt of payment of certain fee, if any.

(k) If it is against sunk and leftover or damaged in accident and scrapped – Proof of incident of sunk or accident from competent authority, Insurance claim, scrapping and an affidavit by the owner on the incident.

(l) If it is against inheritance, online death certificate of the owner, inheritance certificate and no objection in affidavit by the co-heritence.

(m) If it is against left over and scrapped wooden body or making over from bottom trawler to mid trawler then proof of scrapping the wood body vessel and approved specification of the new or transforming plan, list approved fishing gears attached for mid trawler.

(n) Any other certificate or information asked for to be submitted.

ফরম-৩
[বিধি-৮(১) দ্রষ্টব্য]

To

Director
Office of the Director (Marine)
Department of Fisheries
Chattogram.

Subject: Application for License of Mechanized Fishing Vessel.

Sir,

Here I/We request for a fishing license for the referred fishing vessel. For this purpose information given as below and attached required documents. May I/We request you to take necessary action for issuing license in favour of me/us.

(1) Aquiring of ownership of the vessel:

According to approved specification	Locally manufactured/ / Licensed Fishing vessel purchased or Inherited

(2) Ownership details

Nature of ownership	(a) Personal Proprietorship
	(b) Partnership
	(c) Cooperative society
	(d) Company (Private Ltd)

(3) Owner's detail:

Name of owner, address, telephone, email (If not personal name of other partners, position in cooperative committee or position in the company.	

(4) About vessel:

Fishing Vessels Name	:		
IMO No.	:		
Registry Port	:		
Registration number and valid term	:		
Date of Certification of Inspection and valid term	:		
Radio Call Sign			
Frequency	:		
Fishing vessel	:	Length(m):	Width(m):
		Depth (m):	
		Gross tonnage:	
		Net tonnage:	
Engine details	:	Inboard engine number:	
		Engine HP:	
		Onboard engine horse power(HP):	
Date of built	:		
VMS or other technology for locating vessel is inbuilt and shareable with the director all along. (to be attached).	:		

(5) Fishing gears:

Desired fishing area	:	
Fishing Gear Type	:	
Fishing type	:	
TED or any device or technique attached to avoid non-target fish	:	Yes/No, if yes please name the device or technique. if no pl show reasons

(6) Storing and Processing of fishes:

Storing method	:	Icing/Chilling/Both
Capacity	:	Icing-
		Chilling-
		Total-

(7) Miscellaneous:

License No. and Validity period, if purchased fishing boat is used and licensed.	:	
Personal safety equipment	:	
Application Date	:	

We/I pledge that we shall be obliged to the relavent Acts, Rules, Orders and Notifications of Bangladesh in force and any other Order or Notification issued time to time by the Government of Bangladesh in this behalf.

Yours faithfully,

Applicant Signature, date and Seal (stamp)

<u>The following documents or information should be attached with the application form:</u>

(a) Applicant Nationality Certificate or National Id Card, in case of private limited company certificate of incorporation or in case of partnership authorization of the partners or in case of cooperative regulations for conducting business and authorization of representative.

(b) Documents for making trawlers with approved specifications.

(c) Blank official pad with address, email and telephone number printed.

(d) Copy of Certificate of Registration and Certificate of Inspection issued by MMO.

(e) Proofs of ownership of fishing vessel.

(f) Original license of the purchased fishing vessel.

(g) TIN and VAT certificate of the owner.

(h) Insurance certificate against the vessel and the labour, sailor and skipper.

(i) If it is used fishing vessel whether purchsed or imported ownership history, flag history, registration, registry port history to be attached in different paper with signature, date , seal and proof records.

(j) Receipt of payment of certain fee, if any.

(k) If it is against sunk and leftover or damaged in accident and scrapped–Proof of incident of sunk or accident from competent authority, Insurance claim, scrapping and an affidavit by the owner on the incident.

(l) If it is against inheritance, online death certificate of the deceased owner, inheritance certificate and no objection in affidavit by the co-heritence.

(m) If it is against left over and scrapped wooden body or making over from bottom trawler to mid trawler then proof of scrapping the wood body vessel and approved specification of the new or transforming plan, list approved fishing gears attached for mid trawler.

(n) Any other certificate or prescribed information asked for to be submitted.

ফরম-৪

[বিধি-৮(১) দ্রষ্টব্য]

To,

Director
Office of the Director (Marine)
Department of Fisheries
Chattogram.

Subject: Application of Licence for foreiogn Industrial Fishing Trawler.

Sir,

Here I/We request for a fishing license for the referred fishing vessel. For this purpose information given as below and attached required documents. May I request you to take necessary action for issuing fishing license in favour of me/us.

(1) Owner's details:

Name of owner, address, telephone, email	
Local address	Foreign address

(2) Nature of ownership:

Nature of ownership	(a) Company incorporated (in Bangladesh & Native country)
	(b) Joint Ventutre
Name of other party/ies, address, telephone & email, if joint venture:	

(3) Details of Fishing vessel:

Fishing Vessels Name	:		
IMO No.	:		
Registry Port/s	:		
Registration number and valid term	:		
Date of Certification of Inspection and valid term	:		
Radio Call Sign	:		
Frequency	:		
Fishing vessel	:	Length(m):	Width(m):
		Depth (m):	
		Gross tonnage:	
		Net tonnage:	
Engine details	:	Inboard engine number:	
		Engine HP:	
		Onboard engine horse power(HP)	
Date of built	:		
VMS or other technology for locating vessel is inbuilt and shareable with the director all along.	:		

(4) Fishing gear:

Desired fishing area	:	
Fishing gear	:	Trawling/Persaining/Long lining:
		Mesh size or code of the net/maximum length of line:
TED or any device or technique attached to avoid non-target fish	:	Yes/No, If yes please name the device or technique:

(5) Catch fish storing facility:

Storing system	:	
capacity	:	Cooling-
		Chilling-
		Factory FV
		Total Capacity in tons
Processing	:	removing scales, head and viscera
		Cleaning
		Packaging
		Readty for cook
		Total capacity
Waste mangement	:	Printed statement on waste management to be attached.

(6) Miscellaneous:

License No. and Validity period, if fishing vessel is used and licensed under any competent authority of the foreign party.	:	
Last fishing time and area	:	----------------- from -------------- upto
Fee:………………………. Chalan number: …………………. Date: ……...…………………..		
VAT:…………………….. .Chalan number ………………….. Date: …………………………		
Bank name: …………………………………………. Branch: ………………………………...		
Application Date:	:	

We/I pledge that we shall be obliged to the relavent Acts, Rules, Orders and Notifications of Bangladesh in force and any other Order or Notification issued time to time by the Government of Bangladesh in this behalf.

Yours faithfully,

Applicant Signature, date and Seal (stamp)

<u>The following documents or information should be attached with the application form:</u>

(a) Company certificate of incorporation or in case of joint venture the contract and approval letter of BIDA.

(b) Documents on the ownership of the fishing vessel.

(c) Blank official pad with address, email and telephone number printed.

(d) Copy of Certificate of Registration and Certificate of Inspection issued by MMO/competent authority.

(e) Document on fishing in countries other than Bangladesh.

(f) TIN and VAT certificate of the owner.

(g) Insurance certificate against the vessel and labour, sailor and skipper.

(h) If it is used fishing vessel ownership history, flag history, registration, registry port history to be attached in differen paper with signature, date, seal and proof records.

(i) Receipt of payment of certain fee, if any.

(j) Any other certificate or prescribed information asked for to be submitted.

ফরম-৫
[বিধি-১১(১) দ্রষ্টব্য]

To,

Director
Office of the Director (Marine)
Department of Fisheries
Chattogram.

Subject: Application for renewal of Licence.

Sir,

Here I/We request for reneuwal of fishing license for the referred fishing vessel. For this purpose information given as below and attached required documents. May I request you to take necessary action for renewal of license in favour of me/us.

(1) Owner's details:

Name of owner, address, telephone, email as in prevailing license	
Local address	Foreign address (if foreign FV)

(2) About vessel:

Fishing Vessels Name	:		
IMO No.	:		
Registry Port	:		
Registration number and valid term	:		
Date of Certification of Inspection and valid term	:		
Fishing vessel	:	Length(m):	Width(m):
		Depth (m):	
		Gross tonnage:	
		Net tonnage:	
Engine details	:	Inboard engine number-	
		Engine HP-	
		Onboard engine horse power(HP)-	
Date of built	:		
VMS or other technology for locating vessel is inbuilt and shareable with the director all along. (to be attached).	:		

(3) Fishing gears

Desired fishing area	:	
Fishing Gear Type	:	
Fishing type	:	
TED or any device or technique attached to avoid non-target fish	:	Yes/No, if yes please name the device or technique. if no pl show reasons

(4) Miscellaneous:

License No. and last date of validity.	:	
Number of days lapses after date validity of license	:	
Last fishing time and area	:	------------------ from --------------- upto (date)
Sailing pass no. with date	:	
Application Date	:	

We/I pledge that we shall be obliged to the relavent Acts, Rules, Orders and Notifications of Bangladesh in force and any other Order or Notification issued time to time by the Government of Bangladesh in this behalf.

Yours faithfully,

Applicant Signature, date and Seal (stamp)

<u>The following documents or information should be attached with the application form:</u>

(a) Blank official pad with address, email and telephone number printed.

(b) Copy of Certificate of Registration and Certificate of Inspection issued by MMO/competent authority.

(c) Original License with a copy of the same.

(d) TIN and VAT certificate of the owner.

(e) Insurance certificate against the vessel and the labour, sailor and skipper.

(f) Copies of fishing pass for the last one year.

(g) Any other certificate or information asked for to be submitted.

ফরম-৬
[বিধি-৮(৭) দ্রষ্টব্য]

Photo of the License Holder

Government of the People's Repulic of Bangladesh
Office of the Director (Marine)
Department of Fisheries
Chattogram.
www.fisheries.gov.bd

License for .... **Fishing Vessel**

***License No.** _ _ _ _._ _ _ _._ _ _ _._ _ _ _ **Date**: ....

This license is granted in accordance with the particulars set out in the application submitted subject to the limitation and conditions stated below and on the understanding that all relevant Acts, Rules, Orders and Notifications of Bangladesh in force and any in future, if come in force have been/are being and will be complied with.

This is issued for a term started from dd/mm/yyyy to be expired on dd/mm/yyyy and is subject to renewable according to relevant Act and Rules.

1.	Name of Owner of the vessel:		
2.	Address of contact (email and mobile Number:		
3.	Name of fishing vessel:		
4.	Registration number and date of registration:		
5.	Inspection of Registration Number and date of inspection:		
6.	Vessel dimension:		
7.	Length (meter)	Width (meter)	Depth (meter)
	Gross tonnage	Net tonnage	Date of built
8.	Type of Fishing gear:		
9.	Engine deatals:	Inboard engine number-	
		Engine HP-	
		Onboard engine horse power(HP)-	
10.	Fish storing facilities:		
11.	Permitted fishing area:		
12.	Fish Landing stations:		

Terms and conditions

(a) All the pertinent provisions of the Marine Fisheries Act, 2022 (Act No. 19 of 2020) and Rules made thereunder are applicable.
(b) The vessel is a subject of inspection by Director (Marine) or empowered officer or authorised officer and any paper asked to produce to be produced before them.
(c) The license must be carried by the skipper in the vessel.
(d) This license is not a subject of transfer by sale or any other mode or is not applicable for any other fishing vessel.
(e) This license does not allow to sail for fishing without having sailing pass.
(f) When this license ceases to be valid, it is, without reasonable delay, to be returned to or shall cause to be returned it to the Director (marine).

Official round seal

Signature of the Director
With date and seal

Renewal Part

Date of renewal	Remain Valid upto dd/mm/yyyy	Round seal	Signature with date and seal

***N.B.:** First four space – LIFV (Local Industrial fishing vessel/LMFV(Local mechanized fishing vessel) or FIFV (Foreign Fishing vessel, Next four space – National Fishing vessel register volume number, Next four spaces – Serial number in the volume and Next four space –Year

ফরম-৭

[বিধি-১৮(১) দ্রষ্টব্য]

To,

Director
Office of the Director (Marine)
Department of Fisheries
Chattogram.

Subject: Application for sailing permission for fishing (sailing pass)

Sir,

I/We request to furnish me/us sailing pass for catching fish and in this purpose information given as below and attached required documents. May I request you to take necessary action for issuing sailing permission for fishing (sailing pass) in favour me/us.

Name of owner, address, telephone, email as in prevailing license	
Local address/Local representative address	Foreign address (if foreign FV)

License No. and last date of validity.	:	
Last fishing time and area	:	------------------ from --------------- upto (date)
Sailing pass no. with date	:	

Fishing Vessels Name	:	
Type of fishing vessel	:	
IMO No.	:	
Registry Port	:	
Registration number and valid term	:	
Date of Certification of Inspection and valid term	:	
VMS or other technology for locating vessel is inbuilt and shareable with the director all along. (to be attached).	:	
Desired fishing area	:	
Fishing Gear Type	:	
Fishing type	:	
TED or any device or technique attached to avoid non-target fish	:	Yes/No, if yes please name the device or technique. if no please show reasons

Duration of desired sailing permission for fishing (sailing pass): Date ----------------------- to ---------------------, total (maximum) -------- days.

Personnel on fishing vessel:		
(a) Total no. of personnel:		
(1)	Name of skipper & certificate no.:	
(2)	Name of chief engineer & certificate no.:	
(3)	Name of cadet & certificate No.:	
(b) On board sailor:		
(1)	Native:	
(2)	Foreign national:	

We/I pledge that we shall be obliged to the relavent Acts, Rules, Orders and Notifications of Bangladesh in force and any other Order or Notification issued time to time by the Government of Bangladesh in this behalf.

Yours faithfully,

Applicant Signature, date and Seal (stamp)

ফরম-৮

[বিধি ১১(৩) দ্রষ্টব্য]

Government of the People's Repulic of Bangladesh
Office of the Director (Marine)
Department of Fisheries, Chattogram
www.fisheries.gov.bd

SAILING PERMISSION FOR FISHING

SP No: ……………………………….. **Date**: ………………………

1. Name of owner, address, telephone, email as in prevailing license	
Local address	Foreign address (if foreign FV)

2. Personnel on fishing vessel:		
(a) Total no. of personnel:		
(1)	Name of skipper & SF no.:	
(2)	Name of chief engineer & SF no.:	
(3)	Name of cadet & SF No.:	
(b) On board sailor:		
(1)	Native:	
(2)	Foreign national:	

3. Fishing vessel:		
Fishing Vessels Name	:	
Type of fishing vessel	:	Fish/ Midwater/Demersel/parsceinar/Long liner
Registration number and valid term	:	
Date of Certification of Inspection and valid term	:	

4. Information relating to last fishingl:
(a) Last fishing time and area:
(b) Sailing pass no. with date:
(c) Fishing area:

This sailing pass is issued in accordance with the particulars set out in the application submitted subject to the limitation and conditions stated below and on the understanding that all relevant Acts, Rules and Orders of Bangladesh in force and any in future if come in force have been/are being and will be complied with.

This is the ----------th sailing pas for the year -------------- and is issued for a term started from dd/mm/yyyy to be expired on dd/mm/yyyy.

Terms & conditions

1. Neither the fishing gear both in size and number nor the length and mesh size of net be changed from the set described in lincense.
2. Fishing must be limited within the referred area given in it.
3. Conditions mentioned in the fishing license must be complied with.
4. Ensure the use of TED in shrimp trawler.
5. The fishing vessel is subject to inspection and intervention by any empowered officer or authorized officer or any officer from Bangladesh Navy and Coast Guard and the vessel personnel must cooperate in boarding and inspection.
6. It must unload catch to the defined landing port or station.
7. No transfer or transhift of catch to any other native or foreign vessel without the consent of Director.
8. VMS or any other type of communication must be maintained.
9. Log book must be maintained with update catch.
10. The SP shall after expire of the date or date of unloading of catch which is earlier.
11. The SP is not transferable and is very particular for the assigned vessel.
12. Everybody on board must have identity card issued by owner.

Official round seal

Director (Marine)

Copy to:

1. Director General, Department of Fisheries, Matsya Bhaban, Ramna Dhaka.
2. Commander, Chattagram Naval Area, New Mooring, Chattogram.
3. Commander, East Zone, Bangladesh Coast Guard, Fish Harbour, Chattogram.
4. --
5. Office copy.

ফরম-৯

[বিধি ১৬(১) দ্রষ্টব্য]

আর্টিসানাল নৌযানের মালিকের ৩ কপি ছবি

বরাবর,

পরিচালক/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
পরিচালক (মেরিন) এর দপ্তর
মৎস্য অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম।

বিষয়: আর্টিসানাল নৌযান পরিচালনার অনুমতির জন্য আবেদন।

জনাব,

মৎস্য আহরণের জন্য আর্টিসানাল নৌযানের অনুমতি প্রদানের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত তথ্যসহ অনুরোধ করছি।

১।	মালিকের নাম ও ঠিকানা, এনআইডি নম্বর, মোবাইল নম্বর, ই-মেইল (যদি থাকে):			
২।	(ক) আর্টিসানাল নৌযানের নাম:			
	(খ) মেরামতের তারিখ:			
৩।	কাঠামোগত বিবরণী:	দৈর্ঘ্য (মিটার)	প্রস্থ	গভীরতা
৪।	ইঞ্জিন চালিত:	ইঞ্জিন সংখ্যা	ইঞ্জিন নম্বর	ইঞ্জিনের ক্ষমতা (এইচপি)
৫।	মালিকানার প্রকৃতি:	একক (ব্যক্তিগত) মালিকানা	অংশীদার/সমবায় ভিত্তিক মালিকানা	
৬।	(ক) মৎস্য আহরণের পদ্ধতি:			
	(খ) ব্যবহৃত জাল এবং ফাঁসের আকার:			
৭।	মৎস্য আহরণকালীন জনবল:	চালকের (মাঝি-মাল্লা) সংখ্যা	চালনায় সহায়ক কর্মীর সংখ্যা	শ্রমিকের সংখ্যা
৮।	যে এলাকায় মৎস্য আহরণে আগ্রহী			
৯।	আহরিত মৎস্য যে পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হয় এবং সংরক্ষণের ক্ষমতা (কিলোগ্রাম):			
১০।	মৎস্য আহরণকাল			
১১।	পরিচালক অফিসের সহিত সার্বক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যম:	লাইফ বয়া- ....টি	অগ্নি নির্বাপক বালতি-....টি	
		লাইফ জ্যাকেট- ....টি	বালুসহ বালতি-....টি	
		ঔষধসহ প্রাথমিক চিকিৎসার বক্স-....টি	ফগ হর্ণ-....টি	
		কম্পাস- ....টি	সমুদ্রে পথে চলাচলের বাতিসেট-....টি	
		পোর্টেবল রেডিও-....টি		
১২।	ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জামের বিবরণী:			
১৩।	যে অবতরণকেন্দ্রে মৎস্য অবতরণে আগ্রহী:			

আমরা বাংলাদেশের সকল আইন, বিধি, আদেশ এবং সরকার কর্তৃক সময় সময় জারিকৃত যে কোনো বিধি বা আদেশ মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিব।

আবেদনকারীর নাম, স্বাক্ষর ও তারিখ

ফরম-১০
[বিধি ১৬(৩) ও ১৭(৪)]

আর্টিসানাল নৌযানের মালিকের ছবি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিচালক (মেরিন) এর দপ্তর
মৎস্য অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম।

আর্টিসানাল নৌযানের অনুমতিপত্র

অনুমতিপত্র নং-: .... _ _ _ _ **তারিখ**: ....

নিম্নবর্ণিত আর্টিসানাল নৌযানের আবেদনের প্রেক্ষিতে নিম্নরূপ শর্তে এই অনুমতিপত্র প্রদান করা হইল এবং উক্ত নৌযান বাংলাদেশের বিদ্যমান আইন, বিধি, আদেশ এবং সরকার কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত বিধি, আদেশ বা নির্দেশ মানিয়া টেকসই মৎস্য আহরণ করিতে পারিবে।

এই অনুমতিপত্রের মেয়াদ দিন/মাস/বৎসর হইতে দিন/মাস/বৎসর পর্যন্ত ৩ (তিন) বৎসর এবং সামুদ্রিক মৎস্য (Marine Fisheries) আইন, ২০২০ এবং তদধীন প্রণীত বিধিমালার বিধান মোতাবেক ইহা নবায়নযোগ্য হইবে।

১।	মালিকের নাম ও ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, ই-মেইল (যদি থাকে):			
২।	(ক) আর্টিসানাল নৌযানের নাম:			
	(খ) মেরামতের তারিখ:			
৩।	কাঠামোগত বিবরণী:	দৈর্ঘ্য (মিটার)	প্রস্থ	গভীরতা
৪।	ইঞ্জিন চালিত:	ইঞ্জিন সংখ্যা	ইঞ্জিন নম্বর	ইন্জিনের ক্ষমতা (এইচপি)
৫।	মালিকানার প্রকৃতি:	একক (ব্যক্তিগত) মালিকানা	অংশীদার / সমবায় ভিত্তিক মালিকানা	
৬।	(ক) মৎস্য আহরণের পদ্ধতি:			
	(খ) ব্যবহৃত জাল এবং ফাঁসের আকার:			
৭।	মৎস্য আহরণকালীন লোকবল:	চালকের নাম	চালনায় সহায়ক কর্মী (জন)	শ্রমিক (জন)
৮।	মৎস্য আহরণের এলাকা:			
৯।	আহরিত মৎস্য যে পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হয় এবং সংরক্ষণের ক্ষমতা (কিলোগ্রাম):			
১০।	মৎস্য আহরণকাল:			
১১।	পরিচালক অফিসের সহিত সার্বক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যম:			
১২।	যে অবতরণকেন্দ্রে মৎস্য অবতরণ করিবে।:			

শর্তাবলী

(ক) সামুদ্রিক মৎস্য (Marine Fisheries) আইন, ২০২০ এবং তদধীন প্রণীত বিধিমালার প্রযোজ্য সকল বিধান প্রয়োগযোগ্য হইবে।
(খ) নৌযান পরিচালক (মেরিন) বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পরিদর্শন করিবার জন্য উহাতে আহরণ এবং অনুমতিপত্র বা অন্য যে কোনো দলিল উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করিলে নৌযানের চালক উহা উপস্থাপন করিতে বাধ্য থাকিবেন।
(গ) অনুমতিপত্র সমুদ্রে যাত্রা ও মৎস্য আহরণকালে এবং অবতরণকালীন নৌযানের চালক সংগে রাখিতে হইবে।
(ঘ) এই অনুমতিপত্র হস্তান্তরযোগ্য নহে এবং অন্য কোনো নামের নৌযানের বিপরীতে ব্যবহারযোগ্য নহে।
(ঙ) এই অনুমতিপত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে এবং নবায়ন করা না হইলে সমুদ্রে মৎস্য আহরণ করা যাইবে না এবং পরিচালক লিখিত আদেশ দ্বারা মেয়াদ উত্তীর্ণ অনুমতিপ্রাপ্ত প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

দাপ্তরিক গোল সিল

পরিচালক/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার
নাম, স্বাক্ষর ও তারিখসহ সিল

নবায়নের অংশ

নবায়নের তারিখ	নবায়নের মেয়াদ দিন/মাস/বৎসর	গোল সিল	পরিচালক (মেরিন) এর নাম, স্বাক্ষর, তারিখসহ সিল

*বি.দ্র.: প্রথম চার ঘর – ARTI, পরের চার ঘর – জাতীয় মৎস্য নৌযানের রেজিস্টারের ভলিয়্যুম নম্বর,পরের চার ঘর – ভলিয়্যুমে ক্রমিক নম্বর এবং পরের চার ঘর – বৎসর।

ফরম-১১

[বিধি ১৭(১) দ্রষ্টব্য]

আর্টিসানাল নৌযানের অনুমতিপত্র নবায়নের আবেদন

বরাবর,

পরিচালক/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
পরিচালক (মেরিন) এর দপ্তর
মৎস্য অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম।

বিষয়: আর্টিসানাল নৌযানের অনুমতিপত্র নবায়নের জন্য আবেদন।

জনাব,

মৎস্য আহরণের জন্য আর্টিসানাল নৌযানের অনুমতিপত্র নবায়নের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত তথ্যসহ অনুরোধ করছি।

১।	মালিকের নাম ও ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, ই-মেইল (যদি থাকে):			
২।	আর্টিসানাল নৌযানের নাম:			
৩।	বহাল অনুমতিপত্রের নম্বর ও মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ:			
৪।	কাঠামোগত বিবরণী:	দৈর্ঘ্য (মিটার)	প্রস্থ	গভীরতা
৫।	(ক) মৎস্য আহরণের পদ্ধতি:			
	(খ) ব্যবহৃত জাল এবং ফাঁসের আকার:			
৮।	যে এলাকায় মৎস্য আহরণে আগ্রহী:			
১০।	সর্বশেষ মৎস্য আহরণকাল:			
১০।	পরিচালক অফিসের সহিত সার্বক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যম:			
১১।	ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জামের বিবরণী:			
১২।	বিগত এক বৎসর যে অবতরণকেন্দ্রে মৎস্য অবতরণ করিয়াছেন:			

আমি/আমরা বাংলাদেশের সকল আইন, বিধি, আদেশ এবং সরকার কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত যে কোনো বিধি বা আদেশ মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিব।

আবেদনকারীর নাম, স্বাক্ষর ও তারিখ

সংযুক্ত দলিলাদি:

১। এককপি ফটোকপিসহ মূল অনুমতিপত্র।

২। বিগত এক বৎসরের মৎস্য আহরণের প্রতিবেদনের কপি।

ফরম-১২
[বিধি ২৯(১) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিচালক (মেরিন) এর দপ্তর
মৎস্য অধিদপ্তর
চট্টগ্রাম।

প্রশাসনিক জরিমানা

নং: . . . . **তারিখ:** . . . .

প্রাপক: . . . .
স্কিপার/প্রধান চালক/মালিক
. . . .
. . . .

১। যেহেতু আপনি জনাব . . . ., স্কিপার/চালক . . . ., নামের মৎস্য নৌযানে, যাহার লাইসেন্স নম্বর . . . ., তারিখ . . . . -তে কর্মরত থাকাকালে অথবা উল্লিখিত নৌযানের মালিক হিসাবে তারিখ . . . . সময় . . . . (বাংলাদেশ মান) ঘটিকায় সামুদ্রিক মৎস্য (Marine Fisheries) আইন, ২০২০ এর ধারা ৩ এর উপ-ধারা (৩)/ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (৬) বা উপ-ধারা (৯)/ধারা ১৭ এর উপ-ধারা (২)/ধারা ২১ এর উপ-ধারা (৮)/ধারা ৩১ এর উপ-ধারা (৩) এ বর্ণিত অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন, সেইহেতু উক্ত আইনের ধারা ৫৪ তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আপনার বিরুদ্ধে . . . . টাকা (কথায় . . . . টাকা) জরিমানা আরোপ করা হইল। বর্ণিত জরিমানার অর্থ . . . . খ্রিস্টাব্দ তারিখের মধ্যে . . . . কোডে জমা প্রদান করিয়া চালানের কপি দাখিল করিবার জন্য আপনাকে আদেশ প্রদান করা হইল। অন্যথায়, আরোপিত জরিমানার অর্থ আদায় করিবার জন্য উক্ত আইনের ধারা ৫৪ এর উপ-ধারা (২) মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

২। একইসাথে নৌযানে স্থিত সমুদয় আহরিত মৎস্য এতদ্বারা সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হইল।

পরিচালক/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম স্বাক্ষর ও সিল

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ হামিদুর রহমান
যুগ্মসচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
হাছিনা বেগম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd